নার্সারী

কিছু সংকলিত তথ্য

নার্সারী

কিছু সংকলিত তথ্য

AHEAD Initiatives

নার্সারী
কিছু সংকলিত তথ্য
(Nursery Kichu Sankalito Tathya)

প্রকাশকঃ
AHEAD Initiatives
৩২/৬ গড়িয়াহাট রোড (সাউথ)
কলিকাতা – ৭০০০৩১

ফোন- ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯

ইমেল- ahead@aheadinitiatives.in

প্রচ্ছদঃ মানব পাল
মুদ্রণ-ব্যয় বাবদ প্রার্থিত অনুদান: ১০/-

প্রকাশ কাল - ২০১৪

ভূমিকা

বৌদ্ধ ধর্মের সূত্র থেকে জানা যায় যে বুদ্ধদেবের এক প্রধান শিষ্য আনন্দ তাকে প্রশ্ন করে জানতে চান যে ভবিষ্যতে মৈত্রেয় বুদ্ধ কবে আগমন করবেন? তাঁর উত্তরে উনি বলেন, যখন একটি গ্রাম থেকে ঢিল ছুঁড়লে পরের গ্রামে পড়বে এবং মানুষ তার অধিকাংশ প্রয়োজনীয় জিনিস গাছ থেকে পাবে তখনই মৈত্রেয় বুদ্ধের আগমন হবে।

যদিও বা আজকে, গাছ আমাদের জীবনে সেই স্থান অর্জন করতে পারেনি, আমরা সবাই জানি যে গাছ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। উপরন্তু সাধারণ গ্রামের মানুষকে ফল, জ্বালানী, পশু খাদ্য, আসবাবপত্রের কাঠ প্রভৃতি জোগান দিতে সাহায্য করে এবং গরীব পরিবারদের জন্যে প্রয়োজনের সময় একটি অমূল্য সম্পদ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আমরা অনেকেই গাছ তৈরী করতে উৎসাহী, কেউ জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে বা কেউ নিজে ব্যবহারের জন্যে। কিন্তু তার জন্য সঠিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতি আমরা অনেকেই বিশদভাবে জানি না। সত্যি কথা বলতে কী, নার্সারী করার জন্য যেমন খুব বেশি পুঁজির দরকার হয় না, তেমনি প্রচুর পরিমাণে জমিরও প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র জানা দরকার যে বছরের কোনসময়ে কি বীজ সংগ্রহ করতে হয় ও কি চারা লাগাতে হয়। এর পাশাপাশি কিভাবে তার পরিচর্যা করা যায়, কোন ধরনের মাটি ও জৈবসার ব্যবহার করতে হয়, পোকা দমনের ক্ষেত্রে কি জৈব কীটরোধক ব্যবহার করা দরকার ইত্যাদি।

এই পুস্তিকাটিতে আমরা আপনাদের কাছে বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে সংকলিত তথ্য ও চিত্র একত্রিত করেছি, যার মধ্যে আছে আন্তর্জাতিক সংস্থার F.A.O (UN), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, কম্বোডিয়া সরকারের "Farmers' Tree Planting Manual" এবং আমাদের নিজেদের সাধারণ মানুষের সাথে কাজ করা দুই দশকের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত জ্ঞান এবং অর্জিত দক্ষতা।

আশা করা যায় এই পুস্তিকা থেকে কিছু সংকলিত তথ্য পেয়ে আপনারা উপকৃত হবেন। একটি নার্সারী তৈরী করতে গেলে এবং তা সঠিক ভাবে পরিচর্যা করতে গেলে কি কি সাজসরঞ্জাম বা উপকরণ লাগে, তারও একটি সম্পূর্ণ তালিকা এই পুস্তিকায় দেওয়া হয়েছে।

নার্সারী করতে গিয়ে আপনাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আমাদের জানালে, আমরা উপকৃত হবো এবং পরবর্তী সংকলন আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্ পক্ষে
হিমাংশু কয়াল
পিনাকী মুখার্জী
মলয় ঘোষাল

সূচীপত্র

১) সহজ ভাবে নার্সারী ১
২) নার্সারী কাকে বলে? ৪
৩) নার্সারী কেন করবো? ৪
৪) নার্সারীতে চারা তৈরীর আগে কি কি পর্যায় দেখা দরকার? ৪
৫) কোথায় আমরা নার্সারী তৈরী করবো ও কি কি দেখবো? ৫
৬) নার্সারীর জন্য কি কি উপকরণ সামগ্রীর প্রয়োজন? ৬
৭) স্থানীয় এলাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করলে কি কি বিষয় দেখতে হবে ? ৭
৮) নার্সারীর জন্য মাটি সংগ্রহ ও মাটি তৈরি ৭
৯) প্লাষ্টিক টিউবে মাটি কি ভাবে ভরা হবে ? ৮
১০) প্লাষ্টিক টিউবের জন্য বেড তৈরী কেমন ভাবে করতে হবে ? ৮
১১) মাদার বেড কি? ৯
১২) মাদার বেডের স্থান নির্বাচন ৯
১৩) মাদার বেডের সময় কাল ৯
১৪) মাদার বেডের প্রকারভেদ ৯
১৫) মাদার বেডের মাটি তৈরী পদ্ধতি ১০
১৬) বীজ বপন ও ট্রিটমেন্ট করার পদ্ধতি ১০
১৭) বীজবপন পদ্ধতি ও আচ্ছাদন দেওয়ার সুবিধা ১১
১৮) জল সেচ দেওয়ার পদ্ধতি ১২
১৯) ছায়া করার প্রয়োজনীয়তা ১৩
২০) আগাছা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ১৪
২১) গাছ স্থানান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তা ১৪
২২) নার্সারীর রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণ ১৫
২৩) সমাধান ১৫
২৪) সহজে বিভিন্ন ফলের বীজ থেকে চারা তৈরীর কৌশল ১৭
২৫) বিভিন্ন কাঠের গাছের চারা তৈরী করার বিষয়ে কিছু তথ্য ২৯
২৬) এক নজরে কোন মাসে কোন বীজ সংগ্রহ ও বপন করা যায় ৩৩
২৭) বীজ সংক্রান্ত কিছু তথ্য ৩৬

সহজ ভাবে নার্সারী

১। নার্সারীর উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন

- আলোছায়া জায়গা ; জলের ব্যবস্থা ; জল নিকাশী ব্যবস্থা ; বাড়ির কাছে ; উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

২। উপযুক্ত মাটি নির্বাচন

- দোঁয়াশ মাটি ; আলু, গম, সরিষার জমি থেকে মাটি সংগ্রহ না করা ; পতিত জায়গা থেকে মাটির উপরি ভাগের ৪" – ৬" গর্ত করে ফেলে দিয়ে তার নিচের অংশ থেকে মাটি নিতে হবে।

৩। মাটির ধরণ অনুযায়ী মিশ্রণ

ক) যদি বেলে মাটি হয়, তাহলে ১ ঝুড়ি বেলে মাটির সাথে ১ ঝুড়ি এঁটেল মাটি মেশাতে হবে

খ) যদি এঁটেল মাটি হয়, তাহলে ১ ঝুড়ি এঁটেল মাটির সাথে ১ ঝুড়ি বেলে মাটি মেশাতে হবে

৪। মাটির সাথে কম্পোষ্ট/গোবর সারের মিশ্রণ

- ৩ ঝুড়ি মাটির সাথে ১ ঝুড়ি গোবর মেশাতে হবে
- প্রয়োজনে অর্ধেক-অর্ধেক হতে পারে
- মাটির সাথে ছাই মেশান যাবে না। মাটির সাথে সার মেশানোর পর কোয়ার্টার ইঞ্চি ফাঁক আছে- এরকম নেটের চালুনী দিয়ে মাটি চেলে নিতে হবে

৫। নার্সারী বেডের মাপ

- প্যাকেটের মাপ অনুযায়ী বেডের মাপ হয়
- যদি প্যাকেট ৪" x ৬"-৭" হয় তাহলে প্রতি ১০০০ এর জন্য ৭ হাত লম্বা ৩ হাত চওড়া ৬" গর্ত করে মাটি কেটে বাইরে ফেলে দিতে হবে
- প্রয়োজনে বাইরে থেকে মাটি নিয়ে এসে ৬"-১২" উঁচু করে বেড বানাতে হতে পারে

৬। প্যাকেটে মাটি ভর্তি

- প্যাকেটে ঝুরঝুরে মাটি এমন করে ভরতে হবে, যেন প্যাকেট খুব শক্ত না হয়ে যায় আবার খুব নরম যেন না থাকে
- অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, প্যাকেট যেন খালি না থাকে। প্যাকেটের নীচের দিকে যেন ৪-৫ টি ছিদ্র থাকে যাতে অতিরিক্ত জল বের হয়ে যায়
- প্যাকেট অবশ্যই সারিবদ্ধ ভাবে সাজাতে হবে

৭। প্যাকেটে বীজ/চারা দেওয়ার পদ্ধতি

- বীজের আকৃতি-প্রকৃতি ও সহজাত ধর্মভেদে বিভিন্ন বীজ বিভিন্ন সময় অনুযায়ী জলে ভেজাতে হবে
- বীজের আকৃতি-প্রকৃতি অনুযায়ী প্যাকেটে সরাসরি দুটি আঙ্গুলে চাপ দিয়ে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে
- কিছু কিছু বড় বীজ আছে যেগুলি আঙ্গুল দিয়ে চেপে প্যাকেটে ঢোকানো যাবে না। সেই ক্ষেত্রে অল্প মাটি প্যাকেট থেকে তুলে নিয়ে বীজ দিতে হবে, পরে ঐ হাতের মাটি দিয়ে ঢাকা দিতে হবে
- কিছু কিছু বীজ আছে যেগুলি সরাসরি প্যাকেটে বীজ দেওয়া যায় না। সেগুলি মাদার বেডে চারা তৈরি করে প্যাকেটে দিতে হয়

৮। জল দেওয়ার পদ্ধতি

- প্রয়োজন অনুযায়ী সকাল বিকালে ঝাড়ির সাহায্যে জল দিতে হবে
- বালতি বা অন্য কোন ভাবে জল দেয়া উচিত নয়
- জল দেওয়ার পর অবশ্যই খড় অথবা শুকনো সুপারী পাতা দিয়ে প্যাকেটগুলি ঢেকে দিতে হবে
- চারা ২"-৩" ইঞ্চি বের হলে ঢাকনা সরিয়ে নিতে হবে

৯। ঢাকা/মালচ্ কেন

- প্যাকেটের মাটি ধুয়ে ও শক্ত হয়ে যাবে না
- আগাছা জন্মাবে না
- প্রচন্ড রৌদ্রের তাপে মাটির আদ্রর্তা বজায় থাকবে, এক কথায় জল কম লাগবে

১০। কখন চারা শিফটিং করা উচিত

- চারা যখন ৬" ইঞ্চি হবে তখন শিফটিং করা উচিত
- অবশ্যই বিকেলে এই কাজটি করা দরকার
- সকালে কখনোই করা উচিত নয়
- শিফটিং করার পর বা মাদার বেড থেকে চারা তুলে প্যাকেটে (এটাও বৈকালে করা উচিত) দেওয়ার পর অবশ্যই ৩-৪ দিন তার উপরে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে

১১। চারা শিফটিং/নাড়াচাড়া কেন

- বেডের ভিতর অনেক খালি প্যাকেট থাকে

- প্যাকেটের চারার শিকড় মাটির নীচে চলে যায়, যার ফলে চারা স্থানান্তরিত করলে মারা যায়
- কান্ড দূর্বল হয়

১২। বেড কয় প্রকার

- বেড প্রধানত ৩ ধরনের
- আকার প্রকার ভেদে বেড বিভিন্ন হয়

১৩। বীজ সংগ্রহ

- কমপক্ষে ২০ বছর বয়সী সুস্থ সবল ও নিরোগ গাছ থেকে বীজ নেওয়া দরকার
- সাধারণত বেশির ভাগ বীজ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সংগ্রহ করতে হয়
- এমন কিছু বীজ আছে যা খেয়ে অথবা পাকা বীজ সঙ্গে সঙ্গে লাগাতে হয়। বেশীদিন সংরক্ষণ করে রাখলে গাছ বের হয় না

১৪। বীজ শোধন

- গোমূত্র অথবা গোবর জলে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা

১৫। গাছের রোগ

- ছোট অবস্থায় গাছের সাধারণত গোড়া পচা ও ধ্বসা রোগ হয়। তার জন্য কাঁচা টাটকা গোবর জল অথবা জল ও গোমূত্র মিশ্রণ (৪ ভাগ জল ও ১ ভাগ গোমূত্র) স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়

১৬। পোকা- প্রতিরোধ

- ছোট অবস্থায় লেদা ও শুয়ো পোকার উপদ্রব হয়। তার জন্য সাবান কেরোসিনের দ্রবণ স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায় (৪ চা চামচ কেরোসিন দ্রবণ ও ২ চা চামচ দেশী গোলা সাবান প্রতি লিটার জলে গুলে মিশ্রণটি তৈরী করতে হবে।)

১৭। গাছ নির্বাচন

- পশুখাদ্য, জ্বালানী, আসবাবি, ফলমূল, ভেষজ/বনৌষধি বা ব্যবসার জন্য চারা করলে এলাকার চাহিদা অনুযায়ী করা উচিত।

নার্সারী কাকে বলে?

যে স্থানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এক সাথে বীজ বা শাখা প্রশাখার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের কলম ও চারা রোপণের পূর্বে যত্নসহকারে পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তাকে আমরা নার্সারী বলি।

নার্সারী কেন করবো?

- সময় মতো ও প্রয়োজন মতো চারা সংগ্রহের জন্য।
- সঠিক জাত নির্বাচনের সুবিধা ও ভালো চারা বেছে নেওয়ার জন্য।
- মূল জমি বেশি সময় ধরে ফেলে রাখতে হয় না।
- পছন্দসই প্রজাতির চারা তৈরী করা এবং পাওয়ার জন্য
- অল্প জায়গায় অনেক বেশি চারা তৈরী করা যায় ও পরিচর্যার সুবিধা হয়।
- অল্প জায়গায় অনেক বেশি চারা থাকায় রোগপোকা নিয়ন্ত্রণের সুবিধা হয়।
- সরাসরি বীজ লাগালে যে পরিমাণে বীজ লাগে নার্সারী করে চারা তৈরী করলে তার চেয়ে কম বীজ লাগে, তাতে বীজের খরচ কমে যায়।
- ভালোভাবে শিখলে চারা উৎপাদন করে পরিবারে বাড়তি আয় করার সুযোগ তৈরী হয়।

নার্সারীতে চারা তৈরীর আগে কি কি পর্যায় দেখা দরকার?

- গাছটির বৈশিষ্ট্য - যে চারা গাছটি নার্সারীতে তৈরী হবে তার বৈশিষ্ট্য, আকার, জল সহ্য করতে পারে কিনা, খরা সহ্য করতে পারে কিনা, ভূমিক্ষয় কতটা রোধ করতে পারে, ঝড়ের মোকাবিলা করতে পারে কিনা, গাছের বৃদ্ধি কেমন, ছায়াতে রোপণ করা যায় কিনা, গরু ছাগলে খায় কিনা ইত্যাদি।
- গাছের গুণাগুণ কি আছে তা দেখা - যেমন - ফল ও পাতা খাওয়া যায় কিনা, পাতা, ফল

ও ফুলে ঔষধি গুণ আছে কিনা, পশুখাদ্য হয় কিনা, ভালো আসবাবপত্র হয় কিনা, ভালো জ্বালানী হয় কিনা ইত্যাদি।

- এলাকার বৈশিষ্ট্য দেখা - যেমন - জলা জায়গা কিনা, খরা প্রবণ কিনা, অ-সমতল জমি কিনা, গরু-ছাগল-ভেড়া ছাড়া থাকে কিনা, অম্ল ও নোনা মাটি কিনা তা দেখা, গাছের বৈশিষ্ট্য, গাছের গুণাবলী ও এলাকার বৈশিষ্ট্য দেখে এলাকায় নার্সারীর জন্য গাছের চারা নির্বাচন করা।

কোথায় আমরা নার্সারী তৈরী করবো ও কি কি দেখবো?

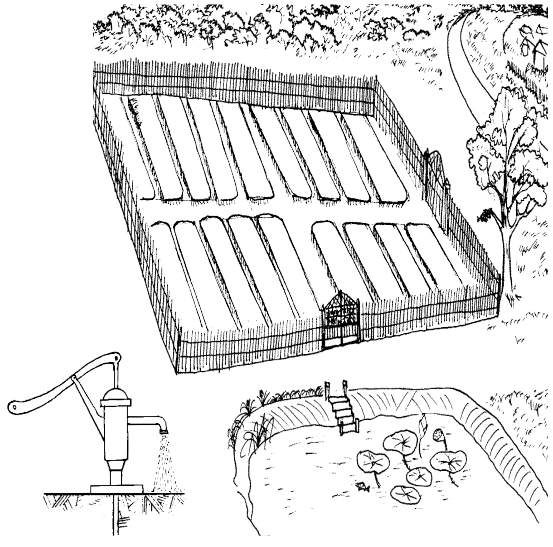

- জায়গা (জমি) – (ক) উঁচু কিনা, (খ) সেই জায়গায় বৃষ্টি হলে জল জমে থাকে কিনা, (গ) বৃষ্টি হলে জল বেরিয়ে যায় কিনা, (ঘ) অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা।
- জল – (ক) সেচের জন্য জলের ব্যবস্থা আছে কিনা, (খ) জল লবণাক্ত কিনা, (গ) প্রতি হাজার চারার জন্য (কাঠের বা ফলের) গড়ে প্রতি দিন ৪০-৪৫ লিটার জলের প্রয়োজন, সেই মত জলের উৎস আছে কিনা।
- মাটি – (ক) দোঁয়াশ – দোঁয়াশ মাটি নার্সারীর উপযুক্ত। যদি বেলে মাটি বা এঁটেল মাটি হয়, সেই মাটিতে জৈব পদার্থ মিশিয়ে ভালো মানের চারা তৈরী করা যায়। তবে সেই পরিমাণ জৈব সার আছে কিনা তা দেখা দরকার।
- সুরক্ষা - (ক) চুরি ও নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় আছে কিনা। (খ) গরু, ছাগল বা অন্য কোনও জীবজন্তু দ্বারা নষ্ট করে দেওয়ার ভয় আছে কিনা (গ) চারা বপনের আগে বেড়ার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা তা দেখা দরকার।
- আলো-ছায়া - যে জায়গা নির্বাচন করা হয়েছে সেখানে দিনে কম পক্ষে ৬-৮ ঘন্টা

আলোর প্রয়োজন হয়, সেই মতো আলো পাওয়া যাবে কিনা তা আগে থেকে দেখে নেওয়া, বিশেষ করে সকালের রৌদ্র পর্যাপ্ত পাওয়া যাবে কিনা।

- কেমন জায়গা - (ক) চারা বিক্রির জন্য সরাসরি নার্সারীর স্থানে গাড়ি যাবে কিনা তা আগে দেখা, (খ) যদি নিজের ক্ষেতের চাষের জন্য চারা তৈরী করা হয়, তা হলে মূল জমির কথা ভেবে নার্সারীর জায়গার অবস্থান ঠিক করা ভালো।

নার্সারীর জন্য কি কি উপকরণ সামগ্রীর প্রয়োজন?

১. ছোট, বড় ও মাঝারি তিন ধরনের কোদাল
২. বেলচা (মাটি চালার জন্য)
৩. নিড়ানি (আগাছা পরিষ্কারের জন্য)
৪. কাস্তে বা দা (কোনও কিছু কাটার জন্য)
৫. ঝারি বা ঝর্ণা (জল দেবার জন্য)
৬. হাত গাড়ি বা ঠেলা গাড়ি (কোনও কিছু বহন করার জন্য)
৭. কাঁচি (প্লাস্টিক ফুটো করার জন্য)
৮. শাবল (গর্ত করার জন্য)
৯. হাতুড়ি – বেড়া তৈরী করার সময় (পেরেক মারার জন্য)
১০. স্প্রে মেশিন (চারা গাছে ঔষধ দেওয়ার জন্য)
১১. বাঁশ বা টায়ার সুতোর জাল (ঘেরার জন্য/ছাউনীর জন্য)
১২. বালতি (জল সংগ্রহ করার জন্য)
১৩. মগ (জল মাপা বা ঔষধ গোলার জন্য)
১৪. ঝুড়ি (কোনও কিছু বহন করার জন্য)
১৫. পাতা পচা সার বা পচা গোবর, ভার্মি কম্পোষ্ট, বালি (সাদা), হাড়ের গুঁড়ো, কম্পোষ্ট সার, যে কোনও একটি মাটির সাথে মেশানোর জন্য
১৬. প্লাস্টিক প্যাকেট (বীজ টিউবে দেওয়ার জন্য)
১৭. দড়ি (লাইন করে বেড তৈরির জন্য)
১৮. টেপ (জমি মাপার জন্য)
১৯. খড় (টিউব ঢাকা দেওয়ার জন্য)
২০. হোগলা পাতার ছই বা খড় (ছাউনি দেওয়ার জন্য)
২১. মার্কার পেন ও কাগজ (গাছের নাম লেখার জন্য)
২২. তার জালের নেট (মাটি চালার জন্য)

স্থানীয় এলাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করলে কি কি বিষয় দেখতে হবে ?

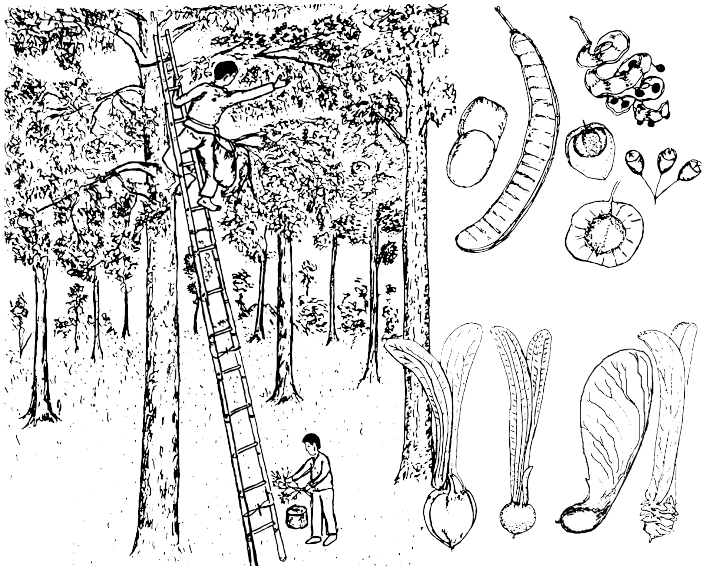

১. সুস্থ নীরোগ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহের জন্য ভাবা।
২. বীজের আকার মাঝারী ধরণের হলে ভালো।
৩. গাছের জীবনচক্রের অর্ধেকের বেশি বয়স হয়ে গেলে সেই রকম গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ ভালো।
৪. যে ফল থেকে বীজ নেওয়া হবে তার গঠন স্বাভাবিক হবে।
৫. গাছের পাঁকা ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করা।

নার্সারীর জন্য মাটি সংগ্রহ ও মাটি তৈরি

- যদি প্লাস্টিক টিউবের মাপ হয় ৪"×৬" তাহলে ১ হাজার চারার জন্য ৫০ ঝুড়ি মাটির প্রয়োজন হবে।
- মাটি সংগ্রহ করার আগে উপরের ১-২ ইঞ্চি মাটি চেঁছে ফেলে দিতে হবে। কারণ আগাছা নির্মূল করার জন্য।
- মাটি এক জায়গায় জড়ো করে হালকা করে জল ছিটিয়ে দিয়ে কালো প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে, আগাছা নিয়ন্ত্রণ ও রোগ জীবাণু নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এটা করতে হবে।
- জৈব সার ও মাটি গুঁড়ো করে নিয়ে তার নেটের চালুনী দিয়ে চালতে হবে।
- ৩ ভাগ এঁটেল / দোঁয়াশ মাটি, ১ ভাগ বালি ও ১ ভাগ গোবর পচা সার এই অনুপাতে মেশাতে হবে।

প্লাস্টিক টিউবে মাটি কি ভাবে ভর্তি করতে হবে ?

- প্লাস্টিক টিউবের তলদেশে ২-৩ সেন্টিমিটার উঁচু ৩ থেকে ৫টি ফুটো করতে হবে। প্রতিটি ফুটো পরিস্কার করে ফুটো করতে হবে। ফুটোর গায়ে যেন প্লাস্টিক জড়িয়ে না থাকে। বাতাস চলাচল ও অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এটা করতে হবে।
- প্লাস্টিক টিউবে মাটি ভরার সময় টিউবের মুখটি খুলে বাম হাত দিয়ে ফাঁকা করে ডান হাত দিয়ে জৈব সার মিশ্রিত মাটি ভরতে হবে। প্লাস্টিক টিউবটি অর্ধেক ভরতি হয়ে গেলে মাটিতে ঠুকে নিতে হবে এবং তারপর পুনরায় মুখ পর্যন্ত মাটি ভরতে হবে।

প্লাস্টিক টিউবের জন্য বেড তৈরী কেমন ভাবে করতে হবে

- হাজার প্লাস্টিক টিউবের জন্য (৪"×৬" সাইজের) ১০ ফুট লম্বা × ৪$^{১}/_{২}$ ফুট চওড়া জায়গার প্রয়োজন
- জায়গাটি (১০ ফুট লম্বা × ৪$^{১}/_{২}$ ফুট চওড়া) ৬ ইঞ্চি গভীর করে মাটি খুঁড়ে তুলে ফেলতে হবে এবং তলদেশটি সমান করে দিতে হবে।
- বেডের চারিদিকে ১ফুট – ১$^{১}/_{২}$ ফুট খালি রেখে আর একটি বেড বানাতে হবে। কারণ এটি রাস্তা হিসাবে, জল দেওয়া, পরিচর্যা করা, বীজ দেওয়া, চারা লাগানোর জন্য ব্যবহৃত হবে। এই বিষয়টি প্রতিটি বেডের জন্যই প্রযোজ্য ।

মাদার বেড কি?

মূল জমিতে লাগানোর বা প্লাষ্টিকে ভর্তি করার পুর্বে বিশেষ যত্নসহকারে বীজ অঙ্কুরিত করে ও কিছুটা বড় করে লাগানোর উপযুক্ত করে তোলার স্থানটি হচ্ছে মাদার বেড।

মাদার বেডের স্থান নির্বাচন

মাদার বেডের স্থান নির্বাচন করার সময় নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ
(ক) জল যাতে না জমে এবং জল নিকাশি ব্যবস্থা আছে কি না। (খ) চারা প্রয়োজনীয় সূর্যের আলো যাতে পায়। (গ) জলের ব্যবস্থা বেডের কাছাকাছি থাকতে হবে। (ঘ) চাষের পরিচর্যা ও রক্ষণা-বেক্ষণ এবং সহজে দেখভাল করতে যেন সুবিধা হয় ।
(ঙ) মূল জমির কাছাকাছি হলে ভালো।

মাদার বেডের সময় কাল

(ক) স্বল্প মেয়াদি মাদার বেড - যে বীজগুলি মূল জমিতে অঙ্কুরোদ্গমনের হার কম ও আকারে খুবই ছোট বীজ হয়। (যেমন কদম,জারুল, ঝাউ ইত্যাদি)

(খ) দীর্ঘ মেয়াদি মাদার বেড - যে বীজের আকার বড় এবং দেরিতে মূল জমিতে লাগানো হয় (যেমন সুপারি, নারকেল ইত্যাদি)

মাদার বেডের প্রকারভেদ

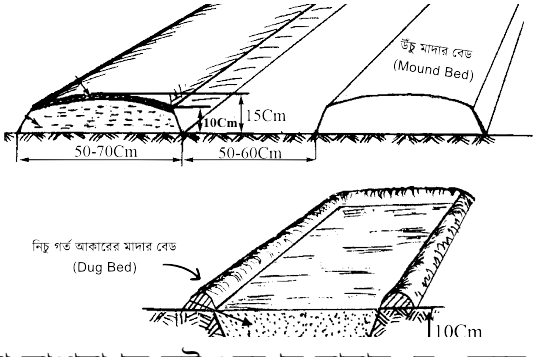

পশ্চিম বাংলার চাষীরা সাধারাণত দুই ধরণের মাদার বেড করে থাকে- (ক) উঁচু মাদার বেড (Mound Bed) এবং (খ) নিচু গর্ত আকারের মাদার বেড (Dug Bed)।
(ক) উঁচু মাদার বেড (Mound Bed) - বর্ষা কালে অথবা যে এলাকার মাটি বেশীরভাগ সময় ভিজে থাকে এবং নিচু এলাকা নির্দিষ্ট স্থানে ভূমির সমতল থেকে ৬ ইঞ্চি উঁচু করে এই বেড তৈরি করতে হয়। এই বেডের উপরিভাগ দেখতে হবে কচ্ছপের পিঠের মত এবং চারিধারে জল নিকাশির ব্যবস্থা থাকবে। (খ) নিচু গর্ত আকারের মাদার বেড (Dug Bed) - খরাপ্রবণ এলাকা, যে এলাকাতে জলের অভাব এবং উঁচু বা পাহারি এলাকা নির্দিষ্ট স্থানে ভূমির সমতল থেকে ৩ ইঞ্চি মাটি তুলে ফেলে তারপর ৫-৬ ইঞ্চি ভালোভাবে মাটি কুপিয়ে এই বেড তৈরি করতে হয়।

মাদার বেডের জন্য মাটি তৈরীর পদ্ধতি

মাদার বেড তৈরির জন্য জমি নির্বাচন করার পর জমির চারিদিকে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং মাটি কুপিয়ে আগাছাগুলি পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। বেডের উপর হালকা করে জল ছিটিয়ে দিয়ে কালো পলিথিন দিয়ে ৭ দিন ঢেকে রাখতে হবে (তখন মাটির মধ্যে থাকা আগাছার বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়ে যাবে)। ৭ দিন পরে ১০ ফুট লম্বা, ৪ ফুট চওড়া ও ১৫ সেন্টিমিটার উচ্চতা করে বেড বানাতে হবে এবং চারি দিকে জল নিকাশির জন্য নালা তৈরী করতে হবে। মাটিতে পচা গোবর সার বেডে ২-৩ ঝুড়ি ছড়িয়ে দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে এবং উই বা পিঁপড়ের উপদ্রব থেকে রক্ষা করার জন্য বেডের মাটির সাথে নিম খোল বা করঞ্জ খোল ব্যবহার করতে হবে।

বীজবপন ও ট্রিটমেন্ট করার পদ্ধতি

- বীজ বপনের আগে বীজ সতেজীকরণ করাটা গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত বীজের উপরের আবরণ খুব নরম, যেমন সোনাঝুরি, সেগুলির ক্ষেত্রে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। জলের ওপরে ভেসে থাকা বীজ ফেলে দিয়ে জলে ডুবে থাকা বীজ জল থেকে তুলে ছায়াতে মেলে দিতে হবে। বীজের গা থেকে জল শুকিয়ে যাওয়ার পর বীজ

প্লাস্টিক টিউবে রোপণ ও মাদার বেড করে বপন করতে হবে।
- যে সমস্ত বীজের গায়ের আবরণ শক্ত, সেক্ষেত্রে বীজের আয়তনের ৫ গুণ জল নিয়ে ৫ মিনিট হালকা গরম জলে রাখতে হবে। এর ২-৩ মিনিট পরে জলের তাপমাত্রা কমে গেলে জলের মধ্যে ২২-২৪ ঘণ্টা ভেজানোর পর ২ ঘণ্টা ছায়াতে শুকিয়ে নিয়ে বপন করতে হবে। যেমন – সুবাবুল বীজ।
- যে সমস্ত বীজের গায়ের আবরণ খুব শক্ত সে ক্ষেত্রে গোবর ১ ভাগ + গোমূত্র ১ ভাগ + জল ৫ ভাগ দিয়ে লেই তৈরী করে তার মধ্যে ৫-৭ দিন বীজগুলি ডুবিয়ে রাখতে হবে এর ৫-৭ দিন পরে বীজগুলি জল থেকে তুলে নিয়ে ৭ দিন রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে।

এরপর বীজগুলি শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘসে নিয়ে পুনরায় আবার লেই তৈরী করে ১ সপ্তাহ ভিজিয়ে রাখতে হবে। এভাবে দুবার ভেজানোর পরে বীজের গায়ের আবরণ নরম হয়ে যাবে। এরপর বীজগুলি তুলে বপন করতে হবে। যেমন – সেগুন, হরিতকী, জলপাই বীজ।

বীজবপন পদ্ধতি ও আচ্ছাদন দেওয়ার সুবিধা

দু'রকম ভাবে বীজ বপন করা হয়।

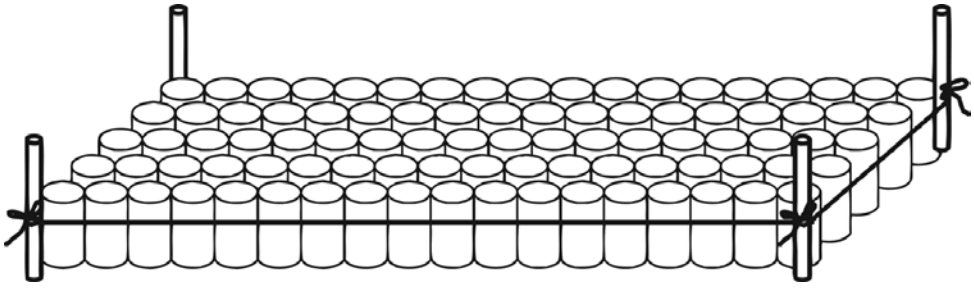

(ক) সরাসরি মাটিতে মাদার বেড বানিয়ে বীজ বপন করা।

(খ) প্লাস্টিক টিউবে মাটি ভরতি করে বীজ বপন করা। এখানে আমরা প্লাস্টিক টিউবে মাটি ভরতির কথা আলোচনা করছি।

১) প্রতি টিউবে মাটি ভরতি করে বেডের মধ্যে সাজাতে হবে। সাজানোর সময় মনে রাখতে হবে, প্রতিটি লাইনে সম সংখ্যক মাটি ভরতি প্লাষ্টিক টিউব থাকবে।

২) এক একটি বেডে প্লাস্টিক টিউব সাজানোর পর বীজ বপন করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, বীজ প্লাস্টিক টিউবে দেওয়ার ১০-১২ ঘণ্টা আগে ঝর্ণা/ঝারির সাহায্যে প্লাস্টিক টিউবগুলি এমনভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে, যেন প্লাস্টিক টিউবের অর্ধেক মাটি জলে ভিজে যায়। এর ১০-১২ ঘণ্টা পরে সতেজীকরণ করা বীজ নিয়ে প্লাস্টিক টিউবের মধ্যে দিতে হবে।

৩) প্রতিটি বীজ আয়তনে যা হবে ততটা মাটির গভীরে বীজ দিতে হবে।

৪) বীজ দেওয়ার আগে যে সমস্ত প্লাস্টিক টিউবের মাটি বসে যাবে সেগুলিতে পুনরায় শুকনো মাটি দিয়ে ভরতি করে দিতে হবে।

৫) খড় দিয়ে সমস্ত প্লাস্টিক টিউব ঢেকে দিতে হবে এবং মাটির রস ও তাপ ধরে রাখার জন্য ঝর্ণা/ঝারি দিয়ে খড়গুলি ভিজিয়ে দিতে হবে।

৬) বীজ যখন মাটিতে রোপণ করা হবে তখন বীজে কোন অংশ দিয়ে শিকড় বের হবে তা বুঝতে যদি না পারেন, তাহলে মাটির মধ্যে সমান ভাবে বীজ ফেলে দেবেন। বীজ তার সুবিধা মতো করে শিকড় বের করবে, যদি বুঝতে পারেন কোন দিক থেকে শিকড় বের হবে তা হলে বীজটির সেই অংশ মাটির

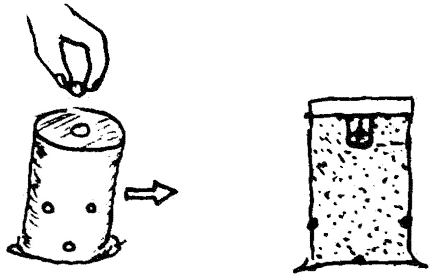

নিচের দিকে দিয়ে দেবেন।

জলসেচ দেওয়ার পদ্ধতি

সাধারণভাবে মাটির অবস্থা, চারার অবস্থা, চারার বয়স দেখে সেচের ব্যবস্থা করতে হয়।

১) যত দিন না প্লাস্টিক টিউব থেকে চারা বেরিয়ে ৩-৪ পাতা হচ্ছে তত দিন ২ থেকে ৩ বার ঝর্ণা/ঝারি দিয়ে সেচ দিতে হবে এবং প্লাস্টিক টিউব থেকে চারা বের হতে শুরু করলে সমস্ত আচ্ছাদন (খড়) তুলে ফেলতে হবে তা না

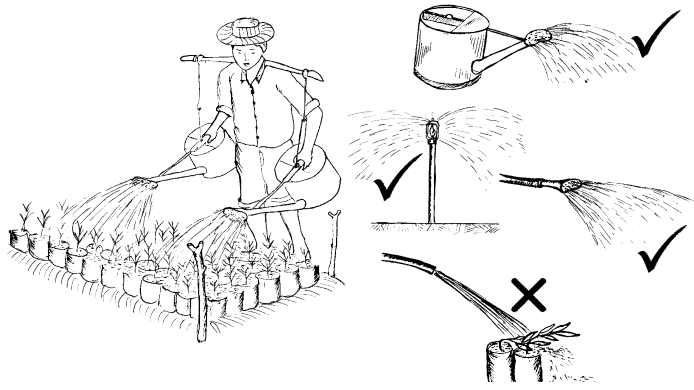

হলে গাছ বের হতে অসুবিধা হবে, নতুবা গাছ বেরিয়ে গেলে আচ্ছাদন তোলার সময় নরম গাছ ভেঙে যেতে পারে।

২) গাছের বয়স যখন ১৫-১৮ দিন। তখন দিনে দুবার ঝারি ঝর্ণার সাহায্যে জল সেচ দিতে হবে।

৩) গাছের স্থান বদলের পর দিনে ১ বার সেচ দিতে হবে ঝর্ণা/ঝারির সাহায্যে।

৪) স্থান বদল পড়ন্ত বিকালের দিকে করতে হবে এবং স্থান বদল হয়ে গেলে ঝারি ঝর্ণার সাহায্যে জল সেচ দিতে হবে।

ছায়া করার প্রয়োজনীয়তা

যে কোনও চারা গাছের ছায়ার প্রয়োজন। কারণ ছোট অবস্থায় রৌদ্র ও বৃষ্টি জল সহ্য করতে পারে না। সেই কারণে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ছায়া করার প্রয়োজন। ৪টের পর বৃষ্টি হলে ছায়া করে রাখতে হবে। কারণ বৃষ্টির জল গাছে সরাসরি পড়লে গাছ ভেঙে

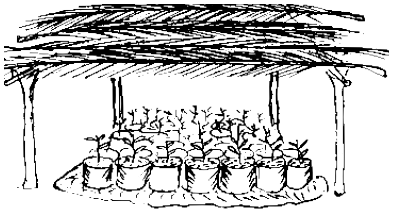

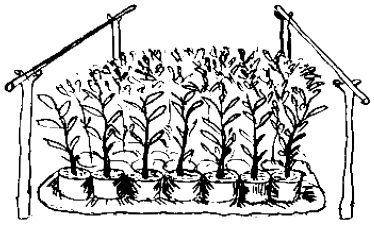

যেতে পারে। যখন গাছগুলি বড় হতে থাকবে, যেমন – ১ থেকে ৭ দিন বয়সের গাছের ক্ষেত্রে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টে, ৮ থেকে ১৪ দিন বয়সের ক্ষেত্রে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৩টে পর্যন্ত এবং ১৪-২১ দিন বয়সের গাছের ক্ষেত্রে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত ছায়া করে রাখতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, ছায়ার জন্য আচ্ছাদন থাকবে মাটি থেকে ১মিটার উঁচুতে। ভিতরে ঢুকে জলসেচ, আগাছা নিয়ন্ত্রণ ও বীজ রোপণের সুবিধার জন্য এই ভাবে মাটি থেকে ১মিটার উচুঁতে আচ্ছাদন রাখতে হবে।

আগাছা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

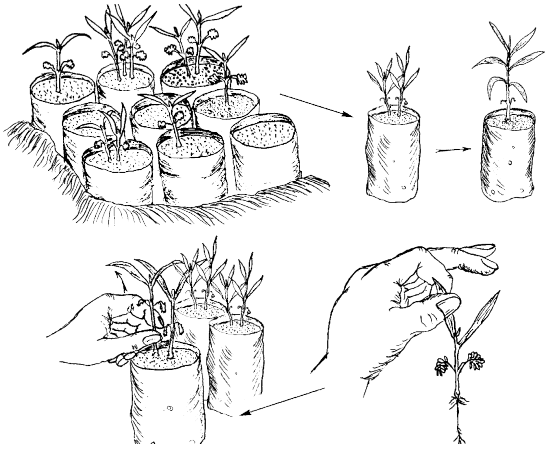

প্লাস্টিক টিউবের মধ্যে চারা গাছ বের হওয়ার সময় প্লাস্টিক টিউবের মধ্যে যে সমস্ত

আগাছার বীজ থাকবে সেগুলিও জন্মগ্রহণ করবে। এই আগাছাগুলি মূল চারার সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেবে। সেইজন্য ১০ থেকে ১৫ দিনের মাথায় আগাছা তুলে ফেলতে হবে। কারণ প্লাস্টিক টিউবের মাটির মধ্যে সার জল পেয়ে সেগুলি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠতে চাইবে।

গাছ স্থানান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তা

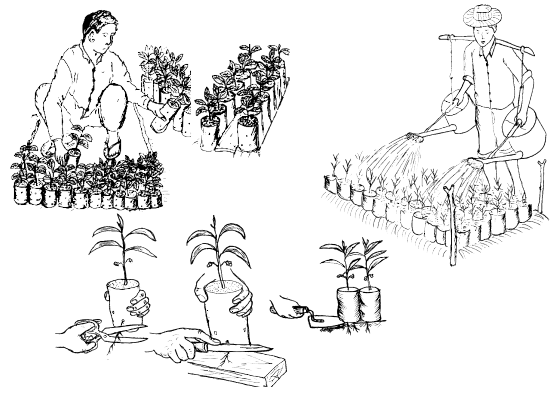

১) চারার বয়স যখন ১৫ থেকে ২১ দিন এবং ৬" থেকে ৯" উচ্চতা হবে তখন প্লাস্টিক টিউব সহ চারা সরিয়ে দিতে হবে। কারণ তা না হলে চারাগাছের শিকড় মাটির মধ্যে চলে যাবে। চারা তোলার সময় শিকড় কেটে যেতে পারে এবং গাছ লাগানোর পর মারা যাবার আশঙ্কা থাকে। গাছের বয়স ৩৫-৪০ দিনের মাথায় আর একবার স্থানান্তরিত করতে হবে। যদি শিকড় প্লাস্টিক টিউব থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে ধারালো কাঁচি/ছুরি দিয়ে শিকড় কেটে দিতে হবে। সমস্ত গাছ স্থানান্তরিত করার সময় হল, বিকাল ৪টের পর। স্থানান্তরিত করার পর ঝারির সাহায্যে জল দিতে হবে। স্থানান্তরিত করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, প্লাস্টিক টিউবের তলদেশ যদি জমাট বেঁধে যায়, তলদেশে প্লাস্টিক টিউব ফুটো করে দিতে হবে। স্থানান্তরিত করার সময় যে সমস্ত প্লাষ্টিক টিউবে বীজ অঙ্কুরোদ্গম হয়নি, সেগুলি আলাদা করে পুনরায় বেড বানাতে হবে এবং আবার নতুন করে সতেজীকরণ করা বীজ/চারা লাগাতে হবে।

২) সে সমস্ত চারাগুলি ১-২ বছর পর্যন্ত রাখতে চান সেক্ষেত্রে প্লাস্টিক টিউবের মাপ হবে ১ ফুট লম্বা ৮ ইঞ্চি গোলাকার। যদি প্লাস্টিক টিউবে না রাখতে চান সেক্ষেত্রে মাটির মধ্যে গর্ত করে প্লাস্টিক টিউব সহ রাখতে হবে, একটি গাছ থেকে আর একটি গাছের দুরত্ব ১ ফুট হবে। ৬টি গাছের সারির পর ১$^{১}/_{২}$ ফুট ফাঁকা রেখে আবার নতুন করে গাছের সারি হবে। যদি চারা বাজারে বিক্রি করতে চান তবে সেক্ষেত্রে চারাগুলি প্লাস্টিক টিউবে রাখা ভালো, তাতে চারা নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে খুবই কম।

নার্সারীর রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণ

১) সাধারণত আদ্রতা বেশি হলে গাছের মধ্যে রোগ দেখা দেয়।
২) গাছের ঘনত্ব বেড়ে গেলে আলো বাতাস ঠিক মতো চলাচল না করলে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।
৩) অপুষ্ট বীজ হলে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।
৪) রোগ আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ নিয়ে চারা করলে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।
৫) আশে পাশে পোকায় আক্রান্ত ফসলের ক্ষেত থাকলে পোকার আক্রমণ হতে পারে।

সমাধান

১) রোগ মুক্ত গাছ থেকে পুষ্ট বীজ সংগ্রহ, বাছাই ও শোধন করে বীজ লাগানো এবং সঠিক দূরত্ব অনুযায়ী রোপণ করা।
২) পূর্ণবয়স্ক গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা।
৩) বেডের জলনিকাশী ব্যবস্থা ভালো রাখা।
৪) গাছ বড় হলে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করা।
৫) নিম বীজের নির্যাস তৈরি করে সপ্তাহে একবার ব্যবহার করা। অনুপাত – ৫০ গ্রাম থেঁতো করা নিম বীজ ১ লিটার জলে ১০-১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা, ১০-১২ ঘণ্টা পর ছেঁকে নিয়ে ২৫ মিলিঃ ভাতের ফ্যান মিশিয়ে নিয়ে স্প্রে করা। যে কোনও পাতা খাওয়া, ডাঁটা ফুটো করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা। তবে স্প্রে করতে হবে রোদ কমে গেলে বা বিকাল ৪টের পর।
৬) যদি গোড়াপচা রোগ লাগে সেক্ষেত্রে ১ লিটার গোমূত্রর সাথে ৬ লিটার জল মিশিয়ে

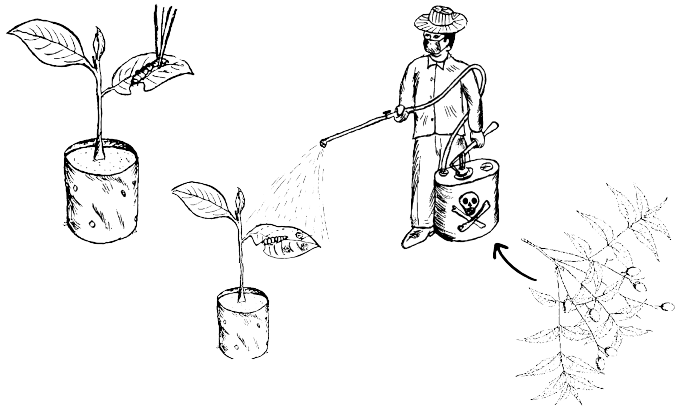

নিয়ে স্প্রে করা।
৭) বিভিন্ন ছত্রাকজনিত রোগ, যেমন - ঢলেপড়া, পাতা পচা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ট্রাইকোডারমা ভি রি ডি জলে গুলে স্প্রে করা।

সহজে বিভিন্ন ফলের বীজ থেকে চারা তৈরীর কৌশল

আঁশ ফল

- সোজা কাণ্ড এবং অনেক শাখা প্রশাখাযুক্ত গাছ ৫-৭ বছর ধরে ফল দিচ্ছে এরকম গাছের পাকা ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- পাকা ফল জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্থ সপ্তাহ থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত পাওয়া যায়।
- ফল পাকতে শুরু করলে খোসার রঙ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। পাকা ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করে এক জায়গায় জড়ো করে রেখে দিলে খোসা নরম হয়ে যাবে এবং তারপর খোসা ছাড়িয়ে শাঁস বের করে বীজটি সংগ্রহ করতে হবে।
- আষাঢ় মাস বীজ লাগানোর উপযুক্ত সময়।
- ফল থেকে বীজ বের করার ৮-১০ দিনের মধ্যে না রোপণ করলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা কমতে থাকে।
- বীজ হালকা রৌদ্রে একদিন শুকিয়ে নিয়ে প্লাস্টিক টিউবের মধ্যে বোঁটা অংশ উপরে রেখে বীজটা লম্বা যতটা ততটা মাটির নিচে দিয়ে খড় চাপা দিয়ে সেচ দিতে হবে।
- বীজ থেকে চারা বের হলে উপরে ছাউনি করে দিতে হবে এবং সকাল ও বিকালে ঝারির সাহায্যে জল দিতে হবে।
- একটি প্লাস্টিকে একটি বীজ বপন করতে হবে এবং ১ ফুট – ১$^{১}/_{২}$ ফুট উচ্চতা হলে চারা রোপণ করতে হবে।
- ফল উদরাময় নিবারক ও কৃমিনাশক।

সবেদা

- অনেক শাখা প্রশাখাযুক্ত ও কম পক্ষে ৫ বছরের বেশি ফল দিচ্ছে এবং প্রতি বছর কম পক্ষে ৮০০-১২০০ ফল দিচ্ছে এমন গাছের পাকা ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- খোসায় কিছুটা কমলা রঙের আভা আসার পর ফল কাটলে শাঁসের রঙেও হলুদ আভা দেখা যাবে। ফলের বোঁটা থেকে পাতলা আঠা বের হলে তখন তা পাকা ফল হিসেবে সংগ্রহ করতে হবে।
- পাকা ফল থেকে বীজগুলি সংগ্রহ করে হালকা রৌদ্রে একদিন রাখার পর বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- বীজের জীবনকাল ৫ দিন।
- ২-৩ দিনের মধ্যে বীজ বপন করতে হবে।
- বীজ ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রেখে বপন করতে হবে। প্রতিটি প্লাস্টিক টিউবে মাটি ভর্তি করে তাতে একটি বীজ দিতে হবে। বীজের উপর ১$^{১}/_{২}$ ইঞ্চি মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

- বীজ থেকে চারা বের হতে সময় লাগে ১ -২ মাস।
- প্রতিদিন সকাল বিকাল ঝারি দিয়ে সেচ দিতে হবে।
- বীজ থেকে চারা বের হলে ছাউনি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে যত দিন না তার উচ্চতা ৩-৪ ইঞ্চি হচ্ছে।
- চারাটি ৪ ইঞ্চি হলে টিউবের দৈর্ঘ্য ও গোলাকার উভয়দিকে বাড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে টিউবের মাপ হবে (৯ × ৭) ইঞ্চি।
- গাছের ছাল বলকারক ও জ্বরনাশক এবং ফল পিত্তজ্বর নিবারক।

আমলকী

- অনেক ডালপালাযুক্ত এবং বছরে ৪ বারের বেশি ফল দেয় এমন গাছ নির্বাচন করে সেই গাছের পাকা ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- শীতকালে ফল পাকতে শুরু করে। সবুজ ফল ঈষৎ হলুদ হলে পাকা ফল হিসাবে সংগ্রহ করা যায়।
- পাকা ফল রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর উপরের হলদে অংশ ছাড়িয়ে নিয়ে ৬ কোনা শক্ত আঁটির ভিতর থেকে ৬টি বীজ বের করে নিতে হবে।
- বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা বা জীবনকাল ২-৩ মাসের বেশি নয়।
- ফল থেকে বীজ বার করে হালকা রোদে ২ দিন শুকিয়ে নিয়ে একটি পাত্রে ২ দিন ভিজিয়ে রাখতে হবে। এই ভিজানোর কাজটা করতে হবে এইভাবে - দিনের বেলায় জলে ভিজানো বীজ পাত্র সমেত রোদে রাখতে হবে এবং দুপুরে একবার জল বদলে দিতে হবে।
- ৫ - ১০ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদ্গম হয়।
- বীজ মাদার বেডে ছড়িয়ে দিয়ে বীজের আয়তনের সমপরিমাণ জৈবসার যুক্ত মাটি ও খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খড়ের উপর ঝারি দিয়ে সকাল বিকাল সেচ দিতে হবে।
- চারা বের হলে ছাউনি করে দিতে হবে।
- ২-৩ ইঞ্চি হলে বেড থেকে চারা তুলে টিউবে দিতে হবে। ১$^{১}/_{২}$ ফুট উচ্চতা হলে চারা রোপণ করতে হবে।
- এই ফলের মধ্যে প্রচুর ভিটামিন সি পাওয়া যায় অর্থাৎ ১টা আমলকি তে ১০ টা কমলালেবুর সমান ভিটামিন সি পাওয়া যায়।

নারিকেল

- স্বাস্থ্যবান, মাঝ বয়সী, সোজা কাণ্ড যুক্ত, ২৫-৩০ টি পাতা যুক্ত এবং প্রতি বছর ভাল ফলন দেয় ও বছরে কমপক্ষে ৮০ টির উপর নারিকেল হয় এমন গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, মাঝ বয়সী নারিকেল গাছটির ৪ বছর একই রকম ভাবে ভালো ফলন দিচ্ছে।

- খোসা সমেত নারিকেলের মোটামুটি ওজন ১৫০০ গ্রাম হতে হবে।
- ৬০ বছর বয়সের বেশি নারিকেল গাছের থেকে বীজ না নেওয়াই ভালো।
- পাকা নারিকেলের বয়স ১২ মাস হলে সেই নারিকেলটিকেই বীজের জন্য বাছাই করতে হবে।
- গাছ থেকে সংগ্রহ করার সময় পাকা নারিকেল মাটিতে যাতে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখে দড়ি বেঁধে সংগ্রহ করা।
- ফলের আকার স্বাভাবিক হবে।
- যেখানে নার্সারী হবে সেখানে জল সেচের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- নারিকেল খাড়া ভাবে বপন করতে হবে এবং এর পুষ্পদলের আবরণ উপর দিকে থাকবে।
- ৪০সেমি X ৩০ সেমি দূরত্বে বীজ বপন করতে হবে এবং পুষ্পদলটি বেডের সমতলে থাকবে ও নিচের অংশ মাটির ভিতরে থাকবে।
- ৮-১০ ঘন্টা সূর্যের আলো ও বাতাস থাকা দরকার, বেডে নিয়মিত ৩-৪ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে।
- চারা বের হতে সময় লাগবে ৩০-৪৫ দিন।
- ১ বছর পরে চারা মূল জমিতে রোপণ করতে হবে।
- নারিকেল পিত্তনাশক এবং আধপাকা ফল কৃমিনাশক।

বেল

- সোজা কাণ্ড ও অনেক ডালপালাযুক্ত ঝাঁকড়া এবং ৫-৭ বছর ফল দিচ্ছে এমন গাছ নির্বাচন করতে হবে বীজ সংগ্রহের জন্য।
- ফল পাকার সময় ফাল্গুন - জৈষ্ট মাস।
- পাকা ফলের রঙ হালকা হলদে এবং বেলের গা খুব মসৃণ হবে। সব থেকে ভালো হয়, গাছ থেকে পাকা ফল, বোঁটা খসে পড়বে এমন ফলের মধ্যে থেকে বীজ বের করে বীজের গা থেকে আঠা জলে ধুয়ে একদিন হালকা রোদে শুকিয়ে নিয়ে ২-৩ দিনের মধ্যে রোপণ করতে পারলে সব থেকে ভালো চারা পাওয়া যায়।
- বেল গাছের আশে পাশে শিকড় থেকে ছোট ছোট চারা দেখা যায় সেগুলিকে শিকড় সহ তুলে নিয়ে মাটি ভর্তি টিউবের মধ্যে চারা রোপণ করে চারা তৈরী করা যায়, তাতেও মা গাছের গুণ বর্তমান থাকে।
- বীজ মাটিতে বপন করার পর থেকে অঙ্কুর হতে সময় নেয় ১৫-২১ দিন।
- মাদার বেড তৈরি করে বীজ মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে বীজের আয়তনের ২ গুণ জৈব সার যুক্ত মাটি মিশিয়ে বীজের উপর হালকা করে দেওয়া তার উপর খড় বিছিয়ে ঝারি দিয়ে জল দিতে হবে।

- চারার দৈর্ঘ্য ২-৩ ইঞ্চি হলে টিউবে জৈব সার যুক্ত মাটি ভর্তি করে মাদার বেড থেকে চারা তুলে টিউবে বসাতে হবে এবং বসানোর পর হালকা সেচ দিতে হবে।
- মাটি ভর্তি চারা রোপণের পর থেকে প্রতিদিন ২ বার ঝারি দিয়ে জল দিতে হবে।
- টিউবে চারা রোপণের পর অন্তত ১৫-২০ দিন ছাউনি দিতে হবে এবং সকালে রোদ ওঠার আগে ও বিকাল ৪ টার পর ছাউনি খুলে দিতে হবে।
- আমাশা ও অর্শ রোগের জন্য কাঁচা বেল শুকিয়ে মোরব্বা ও পুড়িয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

করমচা

- অনেক শাখা-প্রশাখাযুক্ত ঝাঁকড়া এবং ৫ বছর বয়সী ফলনশীল গাছ থেকেই চারা তৈরীর জন্য গাছ নির্বাচন করতে হবে।
- পাকা ফল সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময় জুলাই থেকে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত।
- ফলের গায়ের রঙ উজ্জ্বল লাল বা বাদামী হবে। এই রকম গাছ থেকে ফল তুলে একটি জায়গাতে অনেকগুলো ফল রেখে দিলে কয়েকটা ফল পচে যাবে, পচা ফল গুলি নিয়ে জলে দিয়ে চটকালে বীজ বেরিয়ে আসবে, জল থেকে বীজ নিয়ে হালকা রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে সংরক্ষণ করা।
- সংরক্ষণ করা বীজ ২-৪ দিনের মধ্যে বপন করা।
- বীজ থেকে অঙ্কুর বের হতে সময় লাগে ৫-৭ দিন।
- বীজ থেকে অঙ্কুর বের হলে ছাতান করে দিতে হবে।
- এই ফলে ভিটামিন পাওয়া যায় এবং অরুচি নাশক।

কামরাঙ্গা

- সোজা কাণ্ডযুক্ত মধ্যবয়সী কমপক্ষে ৫-৬ বছর ফল দিচ্ছে এমন গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- পাকা ফল সারা বছর পাওয়া যায়, তবে বীজ তৈরীর জন্য জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের পাকা ফলের থেকে নির্বাচন করা সব থেকে ভালো।
- ফল পাকলে ফলের রঙ হালকা হলুদ হয়ে কোনাগুলি মোটা হয়ে যাবে। গাছ থেকে ঝরে পড়া পাকা ফল থেকে বীজ বার করে জলে ধুয়ে নিয়ে ছায়ায় শুকানোর পর রোপণ করা।
- বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা সর্বাধিক ১২ দিন।
- ফল থেকে বার করার দিন থেকে ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে বপন করতে হবে।
- বীজ থেকে অঙ্কুর বের হতে সময় লাগে ১০-১৫ দিন।
- মাদার বেড তৈরী করে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে বীজের আয়তনের ২ থেকে ৩ গুণ সার মাটি দিয়ে ঢেকে তার উপর খড় দিয়ে ঢেকে দিয়ে সেচ দিতে হবে। চারার দৈর্ঘ্য ২-৩ ইঞ্চি হলে টিউব দিয়ে ছায়ায় ২-৩ দিন রেখে দিতে হবে। টিউবের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৮ ইঞ্চি X

৬ ইঞ্চি হতে হবে এবং টিউবগুলি ৩ ইঞ্চি দূরত্ব বজায় রেখে চারাগুলি লাইন করে রোপণ করতে হবে।

- চারার বয়স ১ মাস পর্যন্ত সকাল ও বিকালে সেচ দিতে হবে।
- বীজ থেকে অঙ্কুর বের হওয়া থেকে চারার উচ্চতা ৩ ইঞ্চি পর্যন্ত ছাউনি দিতে হবে এবং বর্ষাকালে পলিথিনের ছাউনি হওয়া ভালো।
- ভিটামিন সি পাওয়া যায় এবং কবিরাজী মতে পাকাফল বাতনাশক ও অর্শরোগের পক্ষে উপকারী।

পেয়ারা

- ৪-৬ ফুট সোজা কাণ্ডযুক্ত, অনেক ডালপালা বিস্তৃত এবং ৬ বছরের বেশি ফল দিচ্ছে এমন গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- পাকা ফল সারা বছর পাওয়া যায়। সব চেয়ে ভালো সময় আষাঢ় মাস (নির্বাচিত গাছের তলায় বাদুড় পাকা পেয়ারা কিছুটা খেয়ে ফেলে দিয়েছে সেই সমস্ত পাকা পেয়ারাগুলিকে ফলের বীজ হিসেবে নির্বাচন করা সব থেকে ভালো)।
- ফলের আকার স্বাভাবিক হবে, গাছে পাকা ফলের গায়ের রঙ হালকা হলুদ হবে ও ফলের গা মসৃণ হবে। ফল এক জায়গায় কয়েক দিন রেখে দিলে তা নরম হবে। সেই সময় উপরের শাঁস ফেলে দিয়ে ভিতরের বীজগুলি নিয়ে জলের মধ্যে দিয়ে বীজগুলিকে হাত দিয়ে চটকাতে হবে। এক রাত রেখে দিয়ে পরের দিন জল থেকে ছেঁকে নিয়ে হালকা রোদে শুকিয়ে নিয়ে তা সংরক্ষণ করতে হবে।
- সংরক্ষণ থেকে সর্বাধিক এক মাসের মধ্যে বীজগুলি বপন করতে হবে। যত দেরি করে রোপণ করা হবে, অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা তত কমে যাবে।
- বীজ ভিজিয়ে রাখার জন্য জল নিয়ে তার মধ্যে গোবর মিশিয়ে একদিন রেখে দিতে হবে। তারপর জল থেকে তুলে নিয়ে খবরের কাগজের উপর ২-৩ ঘণ্টা মেলে রেখে তারপর বপন করতে হবে।
- বীজ থেকে চারা বের হতে ২৫-৩০ দিন সময় লাগে।
- মাদার বেড তৈরী করে বীজ মাটিতে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং বীজের আয়তনের ২-৩ গুণ জৈব সার মিশ্রিত মাটি ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, তারপর সেচ দিতে হবে। ২ ইঞ্চি উচ্চতা হলে মাদার বেড থেকে মাটি সহ চারা তুলে গুল করে ২-৩ দিন ছায়ায় রাখতে হবে। তারপর টিউবে অর্ধেক মাটি ভর্তি করে গুল সহ চারা টিউবে মধ্যে দিয়ে বাকি অংশ সার মাটি দিয়ে ভরে দিয়ে লাইন করে বসাতে হবে। চারার দূরত্ব ৮ ইঞ্চি আর সারির দূরত্ব ১০ ইঞ্চি হলে ভালো হয়।
- প্রতিদিন দুবার সকাল ও বিকালে ঝারি দিয়ে সেচ দিতে হবে যতদিন না চারার উচ্চতা ৮-১০ ইঞ্চি হচ্ছে।

- বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হওয়ার পর চারার উচ্চতা ৩-৪ ইঞ্চি হওয়া পর্যন্ত ছাউনি দিয়ে রাখতে হবে।
- কচি পেয়ারা পাতা খেলে কলেরা রোগের বেগ ও বমি বন্ধ হয়। এছাড়া পেয়ারা পাতা চিবোলে দাঁতের ব্যথা ও মুখের ঘা-য়ে আরাম পাওয়া যায়।

কাজুবাদাম

- ৪-৬ ফুট সোজা কাণ্ড যুক্ত ঝাঁকড়া গাছ যা ৫-৭ বছর ফল দিচ্ছে এমন গাছের থেকে বীজের জন্য ফল সংগ্রহ করতে হবে।
- পাকা ফল সাধারণত জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ় মাসে পাওয়া যায়।
- পাকা ফলের খোসার রঙ বাদামী রঙের হলে গাছ থেকে সংগ্রহ করে ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে নিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- বীজের ৩০ থেকে ৪৫ দিন অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা থাকে।
- বীজ থেকে চারা তৈরি করার উপযুক্ত সময় জৈষ্ঠ থেকে আষাঢ় মাস।
- পাত্রে জল দিয়ে বীজগুলি ভিজিয়ে রাখতে হবে ১ সপ্তাহ।
- অঙ্কুর বের হতে শুরু করে ২২ দিনের পর থেকে ২৫ দিন পর্যন্ত।
- টিউবে জৈব সারযুক্ত মাটি ভর্তি করে বীজ রোপণ করতে হবে। বীজগুলি টিউবের সর্ব্বাধিক উপরের অংশ থেকে ১$^{১}/_{২}$ ইঞ্চি গভীরে দিতে হবে এবং খড় দিয়ে ঢেকে জল সেচ দিতে হবে।
- টিউবে বীজ দেওয়া থেকে চারার দৈর্ঘ্য ৩ ইঞ্চি হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও বিকালে জল দিতে হবে।
- বীজ থেকে অঙ্কুর হওয়া থেকে চারা ৩-৪ পাতা পর্যন্ত ছাউনি করে দিতে হবে।
- প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন, ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায়।

ডালিম

- গাছের আকার দেখতে ঝোপের মতো যা ৫ বছরের উপর ফল দিচ্ছে (বছরে ৫০ ৬০টি) এবং ফলের আকার স্বাভাবিক এই রকম গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করতে হবে।
- পাকা ফল পাওয়া যায় মে-জুলাই মাসে।
- ফল পুষ্ট হলে ফলের গায়ের রঙ হলুদ হয় সেইসময় এই রকম ফলের থেকে বীজ সংগ্রহ করা উচিৎ।
- পাকা ফল সংগ্রহ করে খোসা ছাড়িয়ে বীজগুলি বের করে জলের মধ্যে দিয়ে হাত দিয়ে চটকালে বীজের উপরের নরম অংশ নষ্ট হয়ে যাবে। এরপর জল থেকে তুলে নিয়ে হালকা রোদে শুকিয়ে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- বীজ সংগ্রহের পর তার অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা থাকে ১ - ১$^{১}/_{২}$ মাস পর্যন্ত।
- চারা তৈরীর জন্য উপযুক্ত সময় মে-জুন মাস।

- ডালিম বীজ ৪-৫ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়।
- বীজ মাটিতে রোপণ করার পর থেকে অঙ্কুর বের হতে সময় লাগে ১০-১৫ দিন।
- মাদার বেড তৈরি করে তার উপর জলে ভিজিয়ে রাখা বীজগুলি ছড়িয়ে দিয়ে জৈব সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে বীজগুলিকে ঢেকে দিয়ে তার উপর খড় বিছিয়ে খড়ের উপর ঝারি দিয়ে সেচ দেওয়া। তারপর অঙ্কুর বের হলে খড় তুলে দেওয়া।
- বেডে বীজ দেওয়ার পর থেকে প্রতি দিন সকাল ও বিকালে সেচ দিতে হয় এবং চারা বের হলে ছাউনি করে দিতে হবে।
- ৩-৪ পাতা হলে মাটি ভরতি টিউবে মাদার বেড থেকে তুলে টিউবে দিতে হবে। উপরে ছাউনি দিতে হবে।
- ১ফুট থেকে ১$^{১}/_{২}$ ফুট হলে চারা বিক্রি বা রোপন করতে হবে।
- এই ফল রুচিকর, অরুচিনাশক ও তৃপ্তিদায়ক এবং ফলের খোসা অজীর্ণনাশক।

বাতাবিলেবু

- ঝাঁকড়া ও সোজা কাণ্ডযুক্ত ৮ ১০ বছর ফল দিচ্ছে এবং প্রতি বছর ৫০ টির উপর ফল দেয় এমন গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- পাকা লেবু অক্টোবর নভেম্বর মাসে পাওয়া যায়।
- ফলের রঙ হলুদ হয়ে গেলে গাছ থেকে পাড়তে হবে। ফল থেকে বীজ বার করে জলের মধ্যে ফেলতে হবে। যেগুলি ডুবে যাবে সেগুলি সংগ্রহ করে হালকা রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- বীজের জীবনকাল সর্ব্বাধিক ২০ দিন।
- ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করে ১০-১৫ দিনের মধ্যে বীজ লাগানো দরকার। উপযুক্ত সময় অক্টোবর নভেম্বর মাস।
- বীজ জলে ১ দিন ভিজিয়ে রাখার পর জল থেকে তুলে নিয়ে সেগুলি বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে।
- বীজ মাটিতে রোপণ করার পর ৫-১০ দিনের মধ্যে বীজ থেকে অঙ্কুর বের হতে থাকে।
- ১টি টিউবে মাটি ভর্তি করে প্রতি টিউবে ১টি পুষ্ট বীজ দিয়ে বীজের আয়তনের দুগুণ পরিমাণে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং তার উপর খড় দিয়ে ঢেকে সেচ দিতে হবে।
- প্রতিদিন ২-৩ বার ঝারি দিয়ে জল দিতে হবে।
- চারা বের হওয়ার পর ১৫-২০ দিন ছাউনি দিয়ে রাখতে হবে।
- পাকা বাতাবিলেবু খেলে লিভার ভালো থাকে।

লেবু (বারমাসি)

- ঝাঁকড়া, অনেক শাখা প্রশাখাযুক্ত কমপক্ষে ৫ বছর ফল দিচ্ছে এবং প্রতি বছর কম পক্ষে ৫০০ টি ফল দেয় এমন গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা উচিত।

- জুলাই-আগস্ট মাসের লেবুতে সব থেকে পুষ্ট বীজ পাওয়া যায়।
- গাছে থাকা ফলের রঙ হবে হলদে এবং প্রতিটি লেবুর ওজন ৮০-৯০ গ্রাম হবে সেইরকম লেবু থেকে বীজ সংগ্রহের জন্য আদর্শ।
- লেবু বীজের জীবনকাল ২০-২৫ দিন।
- বীজ সারা বছর বপন করা যায় (খুব শীত ও খুব বর্ষার সময় বাদ দিয়ে), সব চেয়ে ভালো সময় জুলাই-আগস্ট মাস (আষাঢ় শ্রাবণ) ।
- বীজ জলে ভিজিয়ে রাখার সময় মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকলে বীজ ভেজানোর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি তা না থাকে তাহলে শুকনো বীজ ৪-৫ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রোপণ করা ভালো।
- বীজ থেকে অঙ্কুর হতে সময় লাগে ২০-২৫ দিন।
- মাদার বেড তৈরী করে জলে ভেজানো বীজ ১ ইঞ্চি দূরত্বে লাইন করে রোপণ করা এবং বীজের আয়তনের ২ গুণ জৈব সার মিশ্রিত মাটি ছড়ানো এবং হালকা করে খড় বিছিয়ে দেওয়া, তার উপর জল সেচ দেওয়া।
- দিনে ২-৩ বার ঝারির মাধ্যমে জল দিতে হবে।
- চারা বের হলে ছাউনি করে দিতে হবে।
- যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন সি পাওয়া যায়।

কতবেল

- সোজা কাণ্ডযুক্ত অনেক শাখাপ্রশাখাযুক্ত গাছ এবং গাছটি ৮-১০ বছর ফল দিচ্ছে এমন গাছ থেকে বীজের জন্য ফল সংগ্রহ করতে হবে।
- পাকা ফল পাওয়া যায় অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে।
- পাকা কতবেল ফাটিয়ে ভিতর থেকে বীজ বার করা। পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিয়ে ২-৩ দিন ছায়ায় শুকিয়ে ব্রাউন পেপারের মধ্যে রেখে সংরক্ষণ করা। সংরক্ষণ করার ৫-৭ দিনের মধ্যে বীজগুলি মাটিতে বপন করা।
- বীজ মাদার বেডে রোপণ করার পর থেকে অঙ্কুর হতে সময় নেয় ২০-২৫ দিন।
- বীজ মাদার বেডে দেওয়ার আগে ১০-১২ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- মাদার বেড তৈরি করে জলে ভিজিয়ে রাখা বীজ বেডের উপর ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর ১-২ সেঃমিঃ মাটি দিয়ে ঢেকে তার উপর খড় বিছিয়ে ঝারি দিয়ে সেচ দেওয়া। চারা ৩-৪ পাতা হলে টিউবের মধ্যে দিয়ে ছায়ায় ২ দিন রেখে দেওয়া, ২ দিন পর ৭-৮ ঘণ্টা রৌদ্র পাবে এমন জায়গায় লাইন করে বসিয়ে রাখা। সকাল ও বিকালে বেডে জল সেচ দেওয়া।
- চারা বার হলে ছাউনি করে দিতে হবে এবং চারার দৈর্ঘ্য ৩-৪ ইঞ্চি হওয়া পর্যন্ত রাখতে হবে। ব্রণনাশক ও ক্লান্তিনাশক হিসাবে ব্যবহার হয়।

সুপারি

- গাছের গোড়া মোটা, সোজা কাণ্ডযুক্ত অনেক পাতাযুক্ত মধ্য বয়সী এবং প্রতি বছর ফলন দেয় এই রকম গাছ থেকে সুপারি সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহিত সুপারির প্রতিটির ওজন হবে ৩৫ গ্রাম। সুপারি জলে দিলে খাড়া ভাবে ভাসবে এবং পুষ্পদলের আবরণ উপরের দিকে থাকবে।
- সুপারি বীজ গাছ থেকে সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে বীজ বপন করতে হবে। কারণ বেশি দিন বাড়িতে রেখে দিলে অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা কমে যায়।
- বীজ ৫ সেঃ মিঃ দূরত্বে বপন করতে হবে এবং খাড়া ভাবে মাটিতে লাগতে হবে পুষ্পদলের আবরণ যেন উপরের দিকে থাকে।
- বীজ অঙ্কুরিত হতে প্রায় ৯০ দিন লাগে।
- সুপারি বীজ মাটিতে রোপণ করার পর ভিজে খড় বা সুপারি পাতা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- রোজ সকাল ও বিকালে সেচ (জল) দিতে হবে।
- ৬ মাস পর সুপারির চারা পলিব্যাগে বপন করতে হবে। টিউবের আয়তন হবে ২৫ x ১৫ সেঃ মিঃ এবং ১৫০ গেজের মতো পুরু হবে। টিউবের মধ্যে সার মাটি দিয়ে ভরতি করে সুপারি চারা টিউবে রোপণ করতে হবে।
- সুগন্ধি মাথার তেল এবং নানা আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরীতে ব্যবহার হয়।

আম

- কাণ্ড সোজা, ডাল পালার বিস্তার ভালো, মাঝ বয়সী এবং প্রতি বছর ফলন দেয় এই রকম উন্নত মানের আম গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা দরকার। এই রকম গাছ থেকে গাছে পাকা আম সংগ্রহ করা।
- গাছের নিচে জাল/পলিথিন টাঙিয়ে গাছ থেকে আম সংগ্রহ করা।
- টাটকা আম বীজ শুকানোর প্রয়োজন নেই, কারণ শুকনো করলে ভ্রূণের ক্ষতি হয়।
- টাটকা আম বীজ ৩-৪ দিনের মধ্যে লাগিয়ে দিতে হবে।
- চারা করার জন্য আম বীজ ১/৪ অংশ মাটির উপর বাকি অংশ মাটির ভিতরে দিতে হবে।
- আম বীজ বপন করার ৮ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদ্গম হবে। চারা বের হলে ছাউনী করে দিতে হবে এবং দুবেলা জল দিতে হবে।
- কচি আমপাতা, ছাল, আঠা আঁটির শাঁস শরীরে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে প্রয়োজন হয়।

লিচু

- কাণ্ড সোজা এবং ডালপালা বিস্তার ভালো এরকম মাঝ বয়সী গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

- লিচু পাকা ফল মে থেকে জুন মাসে পাওয়া যায়।
- গাছের পাকা ফল সংগ্রহ করে ফলের ভিতর থেকে বীজ বের করতে হবে।
- লিচু বীজ ৪-৫ দিন অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা থাকে।
- লিচু বীজ শুকনো করা যাবে না, কারণ শুকনো করলে ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যায়।
- লিচু বীজ রোপণ করার আগে ১৮-২০ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- যেখানে নার্সারী হবে সেখানে কমপক্ষে ১০ ঘন্টা সূর্যের আলোর প্রয়োজন হবে এবং টিউবে বীজ বপন করলে ১৫-২০ সেঃমিঃ সাইজের টিউব সংগ্রহ করতে হবে।
- বেডে বা টিউবে বীজ রোপণ করলে প্রতিদিন দুবেলা ঝারির সাহায্যে জল দিতে হবে।
- চারা বের হলে বেডে ছাউনি দিতে হবে।
- বোলতা, বিছে ইত্যাদি পোকায় কামড়ালে এর পাতা ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়।

জাম

- সোজা কাণ্ড যুক্ত, ডাল পালার বিস্তার ভালো, সুস্থ সবল রোগ ও পোকা মুক্ত গাছ থেকে পাকা জাম ফল সংগ্রহ করতে হবে।
- ফল পাকার সময় মে-জুন মাস।
- গাছ থেকে পাকা ফল স্তূপাকারে কয়েকদিন ছায়া জায়গায় রাখলে শাঁস পচে যায় এরপর শাঁস পচে যাওয়া বীজগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে ২-৩ দিন ছায়ায় শুকনো করে নিতে হবে।
- শুকনো করা বীজ ১৫ দিনের মধ্যে রোপণ করতে হবে।
- বীজ ৪-৫ সেন্টিমিটার মাটির ভিতরে বপন করতে হবে।
- মাদার বেডে যদি চারা করা হয় তবে ২৫ সেঃমিঃ অন্তর লাইন করে করতে হবে। প্রতি ১৫ সেঃমিঃ অন্তর একটি করে বীজ বপন করা যাবে। টিউবে বীজ দিলে প্রতি টিউবে একটি করে বীজ দিতে হবে। এরপর খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- প্রতিদিন দুবেলা সকাল ও বিকালে জল দিতে হবে।
- গাছ বের হলে ছাউনি করে দিতে হবে।
- বীজ বপন করার ১০-১৫ দিনের মধ্যেই চারা অঙ্কুরোদ্গম হয়।
- জাম ফলে ভিটামিন এ এবং আয়রণ আছে। জাম বীজ থেকে ডায়াবেটিস্ রোগের ওষুধ তৈরি হয়।

পেঁপে

- উন্নত জাতের পাকা ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করা।
- ফল থেকে বীজ বের করে পরিষ্কার করে নিয়ে বীজগুলি ছায়ায় মধ্যে ২-৩ দিন শুকিয়ে নিতে হবে।
- পেঁপে বীজের জীবন কাল মাত্র ৭ থেকে ১০ দিন।
- পেঁপে বীজ ৭ দিনের মধ্যে বপন করতে হবে।

- মাদার বেডে ও টিউবে বীজ বপন করা যায়। মাদার বেডের ক্ষেত্রে ১০ সেঃমিঃ দূরত্বে লাইন হবে, আর বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ৫ সেঃমিঃ এবং ৫ সেঃমিঃ অন্তর ২-৩ টি করে বীজ বপন করতে হবে। টিউবের ক্ষেত্রে এক একটি টিউবে ২-৩ টি করে বীজ বপন করতে হবে। এবং জৈব সার যুক্ত মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খড়ের উপর ঝারির সাহায্যে সেচ (জল) দিতে হবে।
- সকালে ও বিকালে সেচ (জল) দিতে হবে। গাছ বের হলে খড় তুলে দিয়ে ছাউনি করে দিতে হবে।
- ৮-১০ দিন পর থেকে অঙ্কুরোদ্গম হতে থাকে।
- ৩-৪ সপ্তাহ পর চারা বড় হয়ে যায়। রোপণ করার সময় ১০ টি স্ত্রী গাছ পিছু ১ টি পুরুষ গাছ রাখতে হবে।
- পেঁপে ফলে ভিটামিন এ,বি,সি এবং ই আছে যা চোখের জন্য ভালো। পেঁপের মধ্যে যে খনিজ উপাদানগুলি আছে সেগুলি শরীর সুস্থ রাখে এবং চামড়া মসৃণ রাখে।

কাঁঠাল

- সোজা কাণ্ড এবং ডালপালা বিস্তার বেশ ভালো মধ্য বয়সী এবং রোগ ও পোকামুক্ত গাছ থেকেই বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- ফল পাকার সময় মে থেকে জুন মাস। জলবায়ুর উপর নির্ভর করে অনেক গাছে জুলাই ও অগাস্ট মাসেও ফল পাকে।
- কাঁঠালের থেকে বীজ বের করে ভালো ভাবে পরিষ্কার করে পলিথিনের চাদর বিছিয়ে দিতে হবে এবং আধো ছায়ায় শুকনো করতে হবে।
- কাঁঠালের বীজের জীবন কাল প্রায় এক মাস।
- বীজ থেকে চারা তৈরির উপযুক্ত সময় জুলাই ও অগাস্ট মাস।
- কাঁঠালের বীজ ২৪ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর বীজ লাগাতে হয়। ১০% জিবারেলিক অ্যাসিডে ভিজিয়ে রাখলে তাড়াতাড়ি অঙ্কুরোদ্গম হয়।
- অঙ্কুরিত হতে ১২-১৫ দিন সময় লাগে।
- মাদার বেডে বীজ বপন করলে ১০ সেঃমিঃ দূরত্ব অনুযায়ী লাগাতে হবে।
- মাদার বেডে ও টিউব বীজ দিয়ে খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- খড়ের উপর সকাল ও বিকালে ঝারির সাহায্যে জল দিতে হবে। বীজ থেকে গাছ বের হওয়ার পর ছাউনী দিতে হবে। এইসময়ও সকাল ও বিকালে জল দিতে হবে।
- কাঁঠাল থেকে ভিটামিন এ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন কাঠের গাছের চারা তৈরী করার বিষয়ে কিছু তথ্য

নিম

- জুন থেকে জুলাই মাসে বীজ সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়।
- প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ থেকে ১৭৫ থেকে ১৮০ টি বীজ পাওয়া যায়।
- ১৬ সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- পরিষ্কার জলে ৩ থেকে ৫ দিন ভিজিয়ে রাখতে হয়।
- অঙ্কুরোদ্গম হতে সময় লাগে ৩ থেকে ৫ দিন।

সেগুন

- জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে বীজ সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়।
- প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ থেকে ১৪০ থেকে ১৫০ টি বীজ পাওয়া যায়।
- ১ বছর পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- জলে স্রোত আছে এমন স্রোত যুক্ত জলে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা এবং তারপর ১ থেকে ২ দিন রৌদ্রে শুকিয়ে রোপণ করা অথবা ১ দিন জলে ভিজিয়ে পরের দিন রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে আবার জলে ভিজিয়ে দেওয়া এই ভাবে ১৫ দিন করতে হবে তারপর রোপণ করা।
- অঙ্কুরোদ্গম হতে সময় লাগে ১৪ থেকে ৬৮ দিন।

জারুল

- জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে বীজ পাওয়া যায়।
- প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ থেকে ৫০০০ থেকে ৬০০০ টি বীজ পাওয়া যায়।
- ৯০ দিন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- ১ দিন পরিষ্কার জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়।
- অঙ্কুরোদ্গম হতে সময় লাগে ৩ থেকে ৫ দিন।

অর্জুন

- মার্চ-এপ্রিল মাসে অর্জুন বীজ পাওয়া যায়।
- প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ থেকে প্রায় ১৮ থেকে ২০ টি বীজ থাকে।
- ১৮০ দিন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- গোবর মিশ্রিত জলে ২ থেকে ৩ দিন ভিজিয়ে রাখতে হয়।
- অঙ্কুরোদ্গম হতে সময় লাগে ৭ থেকে ১০ দিন।

বাবলা

- এপ্রিল থেকে মে মাস বীজ সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়।

- প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ থেকে ৪০০ থেকে ৫০০ টি বীজ পাওয়া যায়।
- ৬০ দিন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- পরিষ্কার জলে ১ দিন ১ রাত্রি ভিজিয়ে রাখতে হয়।
- বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হতে সময় লাগে ৭ দিন।

মিনজিরি

- এপ্রিল থেকে মে মাস বীজ সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়।
- প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ থেকে ২০০০ থেকে ২৫০০ টি বীজ পাওয়া যায়।
- অনেক দিন বছর পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- পরিষ্কার জলে ২ দিন ২ রাত্রি ভিজিয়ে রাখতে হয়।
- বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হতে সময় লাগে ৩ থেকে ৭ দিন।

সুবাবুল

- এপ্রিল থেকে মে মাস বীজ সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়।
- প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ থেকে ২০০০ থেকে ২৫০০ টি বীজ পাওয়া যায়।
- ৯০ দিন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- ফুটন্ত জল সংগ্রহ করে তাতে ২-৩ মিনিট রাখার পর পরিষ্কার জলে ৪৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়।
- অঙ্কুরোদ্গম হতে সময় লাগে ৩ থেকে ৪ দিন।

শিশু

- জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাস বীজ সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়।
- প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ থেকে ২৫০-৩০০ টি বীজ পাওয়া যায়।
- ১৫০ দিন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- পরিষ্কার জলের মধ্যে ১ দিন ভিজিয়ে রাখতে হয়।
- অঙ্কুরোদ্গম হতে সময় লাগে ৩ থেকে ৪ দিন।

গামার

- এপ্রিল থেকে মে মাস বীজ সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়।
- প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ থেকে ১৫০-১৮০ টি বীজ পাওয়া যায়।
- ১৫০ দিন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- পরিষ্কার জলের মধ্যে ১ দিন ভিজিয়ে রাখতে হয়।
- অঙ্কুরোদ্গম হতে সময় লাগে ১২-১৫ দিন।

শিরীষ

- জানুয়ারী থেকে মার্চ মাস বীজ সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়।
- প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ থেকে ৮০০ থেকে ১৬০০ টি বীজ পাওয়া যায়।
- ১ বছর পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- গরম জলে সামান্য সময় রেখে ঠাণ্ডা জলে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয় (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য অনুযায়ী)।
- ফুটন্ত জল সংগ্রহ করে জলের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। (F.A.O. অনুযায়ী)।
- অঙ্কুরোদ্গম হতে সময় লাগে ৩ থেকে ৪ দিন।

কদম

- অগাস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাস বীজ সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়
- প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ থেকে ৪৫০০ থেকে ৫০০০ টি বীজ পাওয়া যায়।
- ২৪০ দিন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- সংরক্ষণ করা বীজ ০.৫% পটাশিয়াম নাইট্রেট দিয়ে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়।
- অঙ্কুরোদ্গম হতে সময় লাগে ১৫ দিন।

মেহগনি (বড় পাতা)

- ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী মাস বীজ সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়।
- প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ থেকে ২৩০ থেকে ২৫০ টি বীজ পাওয়া যায়।
- ৬ মাস পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- ১ দিন পরিষ্কার জলে ভিজিয়ে রাখতে হয় (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য অনুযায়ী)।
- ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট তাপমাত্রাযুক্ত ফুটন্ত জলে ৫ মিনিট ভিজিয়ে তারপর জল থেকে তুলে নিয়ে বীজগুলি বাতাসে শুকিয়ে নিয়ে রোপণ করতে হয় (F.A.O. অনুযায়ী)।
- অঙ্কুরোদ্গম হতে সময় লাগে ১৪ থেকে ২৪ দিন।

হরিতকী

- জানুয়ারী থেকে মার্চ মাস বীজ সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়।
- প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ থেকে ২০ থেকে ২২ টি বীজ পাওয়া যায়।
- ১২০ দিন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- গোবরের লে তৈরি করে ২-৩ দিন ভিজিয়ে রাখতে হয়।
- অঙ্কুরোদ্গম হতে সময় লাগে ২০ দিন

বহেড়া

- নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস বীজ সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়।
- প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ থেকে ২০ থেকে ৩০ টি বীজ পাওয়া যায়।
- ১২০ দিন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- গোবরের লে তৈরি করে ২-৩ দিন ভিজিয়ে রাখতে হয়।
- অঙ্কুরোদ্গম হতে সময় লাগে ৭ থেকে ১৪ দিন।

আমলকী

- অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত বীজ সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়।
- প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ থেকে ৬০০ থেকে ৬২৫ টি বীজ পাওয়া যায়।
- ৮০-৯০ দিন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- গোবরের লে তৈরি করে ২-৩ দিন ভিজিয়ে রাখতে হয়।
- অঙ্কুরোদ্গম হতে সময় লাগে ৫ দিন থেকে ১০ দিন।

সোনাঝুরি

- জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী মাস বীজ সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়।
- প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ থেকে ৩৭০ থেকে ৩৮০ টি বীজ পাওয়া যায়।
- ৩ মাস পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- পরিষ্কার জলে বীজগুলি ২৪ ঘণ্টা থেকে ৩৬ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয় (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য অনুযায়ী)।
- ফুটন্ত জল সংগ্রহ করে ৩ মিনিট থেকে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখার পর জল থেকে তুলে নিয়ে ১ দিন ১ রাত্রি পরিষ্কার জলে ভিজিয়ে রাখতে হয় (F.A.O. অনুযায়ী)।
- অঙ্কুরোদ্গম হতে সময় লাগে ৭ থেকে ১০ দিন।

এক নজরে কোন মাসে কোন বীজ সংগ্রহ ও বপন করা যায়

সূত্রঃ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট।

জানুয়ারি

বীজ সংগ্রহ -

আকাশমনি, আমলকি, ইউক্যালিপটাস, ইপিল ইপিল, কাজু বাদাম, খয়ের, চিকরাশি, ছাতিয়ান, জারুল, বট, বহেরা, মেহগনি, শিশু, সেগুন, হরিতকি।

বীজ বপন -

ইউক্যালিপটাস, কনক, কাজু বাদাম, খয়ের, ঘোড়ানিম, জলপাই, জারুল, পাকুড়, বট, বহেরা, মেহগনি।

ফেরুয়ারি

বীজ সংগ্রহ -

অর্জুন, আকাশমণি, আমলকি, ইউক্যালিপটাস, ইপিল ইপিল, কাল কড়ই, চাকুয়া কড়ই (তরল), চাম্বল (রাজ কড়ই), চিকরাশি, ছাতিয়ান, তেতুঁল, মটর কড়ই, মিনজিরি, মেহগনি, শিশু, সাদা কড়ই (শীল কড়ই), সেগুন, হরিতকি, হলুদ।

বীজ বপন -

আমলকি, ইউক্যালিপটাস, কদম, কাজু বাদাম, কৃষ্ণচূড়া, খয়ের, ঘোড়ানিম, জলপাই, জারুল, তেতুঁল, পাকুড়, বট, বহেরা, মেহগনি, শিশু, হিজল।

মার্চ

বীজ সংগ্রহ -

অর্জুন, আকাশমণি, কাল কড়ই, চাকুয়া কড়ই (তরুল), চাম্বল (রাজ কড়ই), তুন/ পোমা, তেতুঁল, পিতরাজ, বাবলা, মটর কড়ই, মিনজিরি, ম্যানজিয়াম, রেইনট্রি, লোহাকাঠ, সাদা কড়ই (শীল কড়ই), হলুদ।

বীজ বপন -

অর্জুন, আকাশমনি, আমলকি, ইউক্যালিপটাস, ইপিল ইপিল, কদম, কাল কড়ই, কৃষ্ণচূড়া, ঘোড়ানিম, চাকুয়া কড়ই (তরুল), চাম্বল (রাজ কড়ই), চিকরাশি, ছাতিয়ান, জারুল, তুন/ পোমা, তেতুঁল, পাকুড়, পিতরাজ, বট, মটর কড়ই, মিনজিরি, ম্যানজিয়াম, রেইন ট্রি, শিশু, সাদা কড়ই (শীল কড়ই), সেগুন, সোনালু, হরিতকি, হলুদ, হিজল।

এপ্রিল

বীজ সংগ্রহ -

কাঁঠাল, গর্জন, জগডুমুর, ঝাউ, তুন/ পোমা, তেলি গর্জন, পিতরাজ,
বাবলা, বৈলাম, ম্যানজিয়াম, রেইন ট্রি, লোহাকাঠ, শাল, শিমুল, সিভিট।

বীজ বপন -

অর্জুন, আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস, ইপিল ইপিল, কাল কড়ই, কাঁঠাল, গর্জন, ঘোড়ানিম, চাকুয়া কড়ই (তরুল), চাম্বল (রাজ কড়ই), চিকরাশি, ছাতিয়ান, জারুল, ঝাউ, তুন/ পোমা, তেলি গর্জন, পাকুড়, পিতরাজ, বট, বাবলা, বৈলাম, মটর কড়ই, মিনজিরি, ম্যানজিয়াম, রেইন ট্রি, লোহাকাঠ, শাল, শিশু, শিমুল, সাদা কড়ই (শীল কড়ই), সিভিট, সেগুন, সোনালু, হরিতকি, হলুদ।

মে

বীজ সংগ্রহ -

উরি আম, কাঁঠাল, কৃষ্ণচূড়া, গর্জন, গাব, গামার, চাপালিশ, জগডুমুর, ঝাউ, ঢাকিজাম, তেলি গর্জন, তেলসুর, ধইল্য গর্জম, পলাশ, বর্তা/ ঢেওয়া, বাবলা, বৈলাম, মহুয়া, শাল, শিমুল, সিভিট।

বীজ বপন -

উরি আম, কাঁঠাল, গর্জন, গাব, চাপালিশ, ঝাউ, ঢাকিজাম, তুন/ পোমা,
তেলি গর্জন, তেলসুর, ধইল্য গর্জম, পলাশ, বর্তা/ ঢেওয়া, বাবলা, বৈলাম, লোহাকাঠ, শাল, শিমুল, সিভিট।

জুন

বীজ সংগ্রহ -

উরি আম, কাল জাম, কাঠ বাদাম, কাঁঠাল, কৃষ্ণচূড়া, গাব, গামার, ঘোড়ানিম, চাপালিশ, জগডুমুর, ঢাকিজাম, তেলসুর, ধইল্য গর্জম, নিম, পলাশ, পাকুড়, পিটালি, বর্তা/ ঢেওয়া, বৈলাম, মহুয়া, লম্বু, সুন্দরী নিম।

বীজ বপন -

উরি আম, কাল জাম, কাঠ বাদাম, কাঁঠাল, গাব, গামার, চাপালিশ, জগডুমুর, ঢাকিজাম, তেলসুর, ধইল্য গর্জম, পলাশ, বর্তা/ ঢেওয়া, বৈলাম, শিমুল।

জুলাই

বীজ সংগ্রহ -

কাল জাম, কাঠ বাদাম, কাঁঠাল, কেওড়া, খলসী, গেওয়া, ঘোড়ানিম, চম্পা, জগডুমুর, জিগনি/ গোবরা জিগা, নাগেশর, নিম, পাকুড়, পিটালি, বর্তা/ ঢেওয়া, বরুন, বিলাতি আমড়া, মহুয়া, লম্বু, সুন্দরী, হিজল।

বীজ বপন -

কাল জাম, কাঠ বাদাম, কাঁঠাল, গামার, চম্পা, জগডুমুর, নাগেশর, নিম, পিটালি, বর্তা/ ঢেওয়া বিলাতি আমড়া, মহুয়া, সুন্দরী।

আগস্ট

বীজ সংগ্রহ -

কদম, কালা বাইন, কেওড়া, খলসী, গেওয়া, ঘোড়া নিম, চম্পা, জিগনি/ গোবরা জিগা, দেবদারু, নাগেশ র, বকুল, বরুন, বিলাতি আমড়া, লম্বু, হিজল।

বীজ বপন -

কালা বাইন, কেওড়া, খলসী, গেওয়া, চম্পা, দেবদারু, নাগেশর, পিটালি, বকুল, বিলাতি আমড়া, মহুয়া, লম্বু।

সেপ্টেম্বর

বীজ সংগ্রহ -

কদম, কেওড়া, ঘোড়ানিম, জিগনি/ গোবরা জিগা, দেবদারু, বকুল, বরুন।

বীজ বপন -

জিগনি/ গোবরা জিগা, দেবদারু, বকুল, লম্বু

অক্টোবর

বীজ সংগ্রহ -

কনক, ছইলা, জিগনি/ গোবরা জিগা।

বীজ বপন -

ছইলা, জিগনি/ গোবরা জিগা।

নভেম্বর

বীজ সংগ্রহ -

কনক, কানজলভাদি, জলপাই, সোনালু।

বীজ বপন -

কানজলভাদি, বরুন।

ডিসেম্বর

বীজ সংগ্রহ -

আমলকি, কাজু বাদাম, কানজলভাদি, খয়ের, জলপাই, জারুল, বট, বহেরা, শিশু, সেগুন, সোনালু।

বীজ বপন - কনক, কানজলভাদি, বরুন।

বীজ সংক্রান্ত কিছু তথ্য

সূত্রঃ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট।

গাছের নাম	বীজ সংগ্রহের সময়	প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা	বীজের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল	বীজ বপনের সময়	চারা গজানোর সময়কাল (দিন)	অঙ্কুরোদগমের হার (%)
অর্জুন	ফেব্রুয়ারি - মার্চ	১৩০ - ১৪০	৪ - ৫ মাস	মার্চ - এপ্রিল	১০ - ১৫	৬০ - ৭০
আকাশমনি	জানুয়ারি - মার্চ	৩৮০০০ - ৪০০০০	১২ মাস	মার্চ - এপ্রিল	৫ - ৭	৭০ - ৮০
আমলকি	ডিসেম্বর - ফেব্রুয়ারি	৪০০০ - ৪৫০০	৩ - ৪ মাস	ফেব্রুয়ারি - মার্চ	১০ - ২০	৪০ - ৫০
ইউক্যালিপটাস	জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি	৮০০০০০ - ১০০০০০	১২ মাস	জানুয়ারি - এপ্রিল	৫ - ১০	৬০ - ৭০
ইপিল ইপিল	জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি	৬০০০০ - ৭০০০০	১২ মাস	মার্চ - এপ্রিল	৫ - ১৫	৭০ - ৮০
উরি আম	মে - জুন	৩৫ - ৪৫	১০ - ১৫ দিন	মে - জুন	১৫ - ২০	৬৫ - ৭৫
কদম	আগষ্ট - সেপ্টেম্বর	১০০০০০০ - ১২০০০০০	১২ মাস	ফেব্রুয়ারি - মার্চ	২০ - ২৫	৪০ - ৬০
কনক	অক্টোবর - নভেম্বর	৩০০০ - ৪০০০	৩ - ৫ মাস	ডিসেম্বর - জানুয়ারি	১০ - ১৫	৪০ - ৫০
কাল কড়ই	ফেব্রুয়ারি - মার্চ	১০০০০ - ১২০০০	১২ মাস	মার্চ - এপ্রিল	৭ - ১০	৪০ - ৪৫
কাল জাম	জুন - জুলাই	১৫০০ - ১৭০০	১ মাস	জুন - জুলাই	৭ - ১০	৭০ - ৮০
কালা বাইন	আগষ্ট	২৮০ - ৩০০	১৫ দিন	আগষ্ট	৩ - ১০	৮০ - ৯০
কাজু বাদাম	ডিসেম্বর - জানুয়ারি	১২০০ - ১৩০০	১৫ - ২০ দিন	জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি	১০ - ১৫	৬০ - ৭০
কাঠ বাদাম	জুন - জুলাই	১০০০ - ১২০০	৭ - ১০ দিন	জুন - জুলাই	৭ - ১০	৫০ - ৬০
কাঁঠাল	এপ্রিল - জুলাই	৬০ - ৭০	১০ - ১৫ দিন	এপ্রিল - জুলাই	৭ - ১০	৭০ - ৮০
কান্‌জলভাদি	নভেম্বর - ডিসেম্বর	৯০০০০ - ১০০০০০	৭ - ১০ দিন	নভেম্বর - ডিসেম্বর	৭ - ১০	৬০ - ৭০
কেওড়া	জুলাই - সেপ্টেম্বর	২০০০০ - ২২০০০	৩০ দিন	আগষ্ট	৪ - ৭	৭০ - ৭৫
কৃষ্ণচূড়া	মে - জুন	১৭০০ - ১৮০০	১২ মাস	ফেব্রুয়ারি - মার্চ	৭ - ১০	৬০ - ৭০
খলসী	জুলাই - আগষ্ট	৮০০ - ১০০০	৩০ দিন	আগষ্ট	২০ - ৫০	৯০ - ১০০

গাছের নাম	বীজ সংগ্রহের সময়	প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা	বীজের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল	বীজ বপনের সময়	চারা গজানোর সময়কাল (দিন)	অঙ্কুরোদগমের হার (%)
খয়ের	ডিসেম্বর - জানুয়ারি	২০০০০ - ২২০০০	১৪ দিন	জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি	৭ - ২০	৬০ - ৭০
গর্জন	এপ্রিল - মে	১৩০ - ১৪০	৭ - ১০ দিন	এপ্রিল - মে	৫ - ১০	৭০ - ৮০
গাব	মে - জুন	৭০০ - ৯০০	১ দিন	মে - জুন	১০ -১২	৪০ - ৫০
গামার	মে - জুন	১৩০০ - ১৫০০	১২ মাস	জুন - জুলাই	৭ - ১৫	৭০ - ৮০
গেওয়া	জুলাই - আগষ্ট	৪০০০ - ৪২০০	৩০ দিন	আগষ্ট	৫ - ২১	৭০ - ৭৫
ঘোড়ানিম	জুন - সেপ্টেম্বর	৭০০০ - ৭৫০০	৫ - ৬ মাস	জানুয়ারি - এপ্রিল	১৫ - ২৫	৬০ - ৭০
চম্পা	জুলাই - আগষ্ট	১০০০০ - ১২০০০	৭ - ১০ দিন	জুলাই - আগষ্ট	৭ - ১০	৬০ - ৭০
চাকুয়া কড়ই (তরুল)	ফেব্রুয়ারি - মার্চ	৮০০০০ - ৯০০০০	১২ মাস	মার্চ - এপ্রিল	৭ - ১০	৪০ - ৬০
চাপালিশ	মে - জুন	৩০০ - ৪৫০	১০ - ১৫ দিন	মে - জুন	৭ - ১০	৭০ - ৮০
চাম্বল (রাজ কড়ই)	ফেব্রুয়ারি - মার্চ	১০০০০ - ১২০০০	১ - ২ বছর	মার্চ - এপ্রিল	৭ - ১০	৪৫ - ৫০
চিকরাশি	জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি	৪৫০০০ - ৫০০০০	১ - ২ মাস	মার্চ - এপ্রিল	৭ - ১০	৬০ - ৬৫
ছইলা	অক্টোবর	৩৪০০০ - ৩৫০০০	৩০ দিন	অক্টোবর	৪ - ৭	৫০ - ৬০
ছাতিয়ান	জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি	২০০০০০ - ৩০০০০০	৩ - ৪ মাস	মার্চ - এপ্রিল	৮ - ১০	৫০ - ৬০
জগডুমুর	এপ্রিল - জুলাই	৮০০০০০ - ১০০০০০০	১ - ২ মাস	জুন - জুলাই	১০ - ১৫	৫০ - ৬০
জলপাই	নভেম্বর - ডিসেম্বর	১২০০ - ১৩০০	৩ - ৪ মাস	জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি	১৫ - ২০	৪০ - ৫০
জারুল	ডিসেম্বর - জানুয়ারি	১০০০০০ - ১৫০০০০	৩ - ৪ মাস	জানুয়ারি - এপ্রিল	৭ - ১০	৪৫ - ৬০
জিগনি/ গোবরা জিগা	জুলাই - অক্টোবর	১২০০০০ - ২৫০০০০	৩ - ৪ মাস	সেপ্টেম্বর - অক্টোবর	১০ - ২০	৪০ - ৬০
ঝাউ	এপ্রিল - মে	৬০০০০০ - ৭০০০০০	১ বছর	এপ্রিল - মে	৭ - ১০	৪০ - ৫০
ঢাকিজাম	মে - জুন	১১০ - ১১৫	১ - ২ মাস	মে - জুন	৭ - ১০	৭০ - ৮০
তুন/ পোমা	মার্চ - এপ্রিল	১২০০০০ - ১৫০০০০	১ - ২ মাস	মার্চ - মে	৭ - ১০	৫০ - ৬০

গাছের নাম	বীজ সংগ্রহের সময়	প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা	বীজের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল	বীজ বপনের সময়	চারা গজানোর সময়কাল (দিন)	অঙ্কুরোদগমের হার (%)
তেতুঁল	ফেব্রুয়ারি - মার্চ	২২০০ - ২৪০০	১ বছর	ফেব্রুয়ারি - মার্চ	৭ - ১০	৭০ - ৮০
তেলি গর্জন	এপ্রিল - মে	১৩০- ১৪০	৭ - ১০ দিন	এপ্রিল - মে	৫ - ১০	৭০- ৮০
তেলসুর	মে - জুন	১৮০০ - ২০০০	৭ - ১০ দিন	মে - জুন	৫ - ৭	৭০ - ৮০
দেবদারু	আগষ্ট - সেপ্টেম্বর	১৫০০ - ১৭০০	১৫ - ২০ দিন	আগষ্ট - সেপ্টেম্বর	১০ - ১৫	৭০ - ৮০
ধইল্য গর্জম	মে - জুন	১৬০ - ১৪০	৭ - ১০ দিন	মে - জুন	১০ - ১৫	৬০ - ৭০
নাগেশর	জুলাই - আগষ্ট	১৫০০ - ২০০০	৭ - ১০ দিন	জুলাই - আগষ্ট	১০ - ১৫	৬০ - ৭০
নিম	জুন - জুলাই	১৩০০০ - ১৪০০০	৭ - ১০ দিন	জুন - জুলাই	৭ - ১০	৭০ - ৮০
পলাশ	মে - জুন	৬০০ - ৮০০	৭ - ১০ দিন	মে - জুন	১০ - ১৫	৫০ - ৬০
পাকুড়	জুন - জুলাই	১০০০০০ - ১৫০০০০	১ - ২ বছর	জানুয়ারি - এপ্রিল	৭ - ১০	৭০ - ৮০
পিটালি	জুন - জুলাই	২২০০০ - ২৫০০০	৩ - ৪ মাস	জুলাই - আগষ্ট	১৫ - ২০	৫০ - ৬০
পিতরাজ	মার্চ - এপ্রিল	১১০০ - ১২০০	৫ - ৭ দিন	মার্চ - এপ্রিল	৭ - ১০	৫০ - ৬০
বকুল	আগষ্ট - সেপ্টেম্বর	২০০০ - ২২০০	১ - ২ মাস	আগষ্ট - সেপ্টেম্বর	১৫ - ২০	৩৫ - ৪০
বট	ডিসেম্বর - জানুয়ারি	১০০০০০ - ১৫০০০০	১ - ২ বছর	জানুয়ারি - এপ্রিল	৭ - ১০	৭০ - ৮০
বর্তা/ ঢেওয়া	মে - জুলাই	৫০০ - ৭০০	১০ - ১৫ দিন	মে - জুলাই	৭ - ১০	৫০ - ৬০
বরুন	জুলাই - সেপ্টেম্বর	২০০০০ - ২৫০০০	৬ - ৯ মাস	নভেম্বর - ডিসেম্বর	৩০ - ৬০	২০ - ৩০
বহেরা	ডিসেম্বর - জানুয়ারি	১৫০ - ১৭০	১ মাস	জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি	১০ - ২০	৪০ - ৬০
বাবলা	মার্চ - মে	৪৫০০ - ৫০০০	৩ - ৪ মাস	এপ্রিল - মে	৭ - ২০	৬০ - ৭০
বিলাতি আমড়া	জুলাই - আগষ্ট	১০০ - ১২৫	১- ২ মাস	জুলাই - আগষ্ট	১৫ - ২০	৫০ - ৬০
বৈলাম	এপ্রিল - জুন	৯০ - ১০০	৭ - ১০ দিন	এপ্রিল - জুন	৫ - ৭	৭০ - ৮০
মটর কড়ই	ফেব্রুয়ারি - মার্চ	১৫০০০ - ১৭০০০	১২ মাস	মার্চ - এপ্রিল	৫ - ১০	৬০ - ৭০

গাছের নাম	বীজ সংগ্রহের সময়	প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা	বীজের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল	বীজ বপনের সময়	চারা গজানোর সময়কাল (দিন)	অঙ্কুরোদগমের হার (%)
মহুয়া	মে - জুলাই	২০০০ - ৩০০০	১- ২ মাস	জুলাই - আগষ্ট	৭ - ১০	৭০ - ৮০
মিনজিরি	ফেব্রুয়ারি - মার্চ	৪২০০০ - ৪৫০০০	১২ মাস	মার্চ - এপ্রিল	৭ - ২০	৬০ - ৭০
মেহগনি	জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি	২৮০০ - ৩০০০	১ - ২ মাস	জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি	৭ - ১০	৬০ - ৭০
ম্যানজিয়াম	মার্চ - এপ্রিল	১০০০০০ - ১২০০০০	১২ মাস	মার্চ - এপ্রিল	৫ - ৭	৬৫ - ৭৫
রেইন ট্রি	মার্চ - এপ্রিল	৪৫০০ - ৬০০০	১২ মাস	মার্চ - এপ্রিল	১০ - ১২	৫০ - ৭০
লম্বু	জুন - আগষ্ট	৫০০০ - ৬০০০	১ - ২ মাস	আগষ্ট - সেপ্টেম্বর	৫ - ১০	৭০ - ৮০
লোহাকাঠ	মার্চ - এপ্রিল	৮০০ - ৯০০	১২ মাস	এপ্রিল - মে	৫ - ৭	৭০ - ৮০
শাল	এপ্রিল - মে	৫০০ - ৬০০	৭ - ১০ দিন	এপ্রিল - মে	৫ -৭	৮০ - ৯০
শিশু	ডিসেম্বর - ফেব্রুয়ারি	৯০০০ - ১০০০০	১ - ২ মাস	ফেব্রুয়ারি - এপ্রিল	১০ - ১৫	৮০ - ৯০
শিমুল	এপ্রিল - মে	২৫০০০ - ২৮০০০	১ - ২ মাস	এপ্রিল - জুন	৭ - ১০	৬০ - ৭৫
সাদা কড়ই	ফেব্রুয়ারি - মার্চ	৩৫০০০ - ৪০০০০	১২ মাস	মার্চ - এপ্রিল	৫ - ১০	৬০ - ৭০
সিভিট	এপ্রিল - মে	৭৫০ - ৮০০	৭ - ১০ দিন	এপ্রিল - মে	৫ - ৭	৭০ - ৮০
সেগুন	ডিসেম্বর - ফেব্রুয়ারি	১৫০০ - ২০০০	১২ মাস	মার্চ - এপ্রিল	১০ - ৩০	৪০ - ৬০
সোনালু	নভেম্বর - ডিসেম্বর	২০০০০ - ২২০০০	১২ মাস	মার্চ - এপ্রিল	১০ - ৩০	৪০ - ৬০
সুন্দরী	জুন - জুলাই	৭৫ - ৮০	৪০ দিন	জুলাই	৮ - ৪৮	৮০ - ৮৫
হরিতকি	জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি	১৪০ - ২২৫	১ - ২ মাস	মার্চ - এপ্রিল	১০ - ১৫	৩৫ - ৪০
হলুদ	ফেব্রুয়ারি - মার্চ	১২০০০০০ - ১৩০০০০০	৫ - ৬ মাস	মার্চ - এপ্রিল	১৫ - ২৫	৪০ - ৫০
হিজল	জুলাই - আগষ্ট	২০০০ - ২১০০	৭-১০ মাস	ফেব্রুয়ারি - মার্চ	১০ - ১৫	৬০ - ৭০

সূত্রঃ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট।